চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 250 Wednesday, 9 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৫০ সংখ্যা ✱ ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০, বুধবার, ৯ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ১৮ দিন পর গ্রেপ্তার হলেন নিজেকে হাট মালিক বলে দাবি করা শান্তিরঞ্জন দে। তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বর্ষার মরশুম মানেই ডেঙ্গুর আতঙ্ক। ডেঙ্গু নিয়ে কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। এই সময় বৃষ্টির জমা জলে ডেঙ্গুর লার্ভা বংশ বিস্তার করে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভারত-চিন সীমান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অন্তঃসত্ত্বা সেরেনা উইলিয়ামস! হ্যাঁ, ৪১ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার সন্তানের মা হতে চলেছেন তিনি। সেরেনার প্রথম সন্তান অলিম্পিয়ার বয়স ৫ বছর। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীকেও বোর্ড গঠনের জন্য ডাক, হাইকোর্টে ভুল স্বীকার রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীকেও ডাকা হয়েছিল। ঘটনা ভাঙড়-২ ব্লকের অন্তর্গত ভোগালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের। সেখানে একটি আসনে আইএসএফ প্রার্থী বসিরউদ্দিন সর্দার পেয়েছেন ৫০০ ভোট। আর তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি মোল্লা পেয়েছেন ৩৯৭ ভোট। সামনেই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। আর সেখানে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি মোল্লাকে বোর্ড গঠনের জন্য ডাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ আইএসএফের। এই নিয়ে সোমবারই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইএসএফ। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চে। এদিন আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিডিও-ও একটি রিপোর্ট জমা দিয়ে জানিয়েছেন, গেজেট নোটিফিকেশন করে সেই ভুল শুধরে নেওয়া হবে। এদিন মামলার শুনানিতে ভাঙড়ের ভোগালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বিতর্কিত আসনের জয়ী আইএসএফ প্রার্থী বসিরউদ্দিন সর্দারকে বোর্ড গঠনের জন্য ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। উল্লেখ্য, আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার দুপুর ১২টায় ওই পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের শপথ এবং বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এমন অবস্থায় বিডিও-কে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামিকাল বোর্ড গঠনের জন্য আইএসএফ প্রার্থীর উপস্থিতিতে বৈঠক করতে হবে। প্রসঙ্গত, ভোগালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন রয়েছে ১৮টি। তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয় পেয়েছে ১০টি আসনে। বাকি আটটি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও আইএসএফ উভয় শিবিরই চারটি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য হঠাৎ করে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি মোল্লাকে ডাকায় নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে নালিশ জানিয়েছিলেন ওই আসন থেকে জয়ী আইএসএফ প্রার্থী। প্রশ্ন উঠেছিল বিডিও-র ভূমিকা নিয়ে। যদিও এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়। জানানো হয়, ভুল করেই ওই পরাজিত প্রার্থীকে ডাকা হয়েছিল।

কলকাতার স্কুলগুলির সামনে এবার থেকে পুলিশ নজরদারি রাখবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ বেহালায় এখনও তাজা খুদে পড়ুয়ার মৃত্যুর স্মৃতি। আর সৌরনীলের এই মৃত্যুই আঙুল তুলে দেখিয়েছে কলকাতায় পথের নিরাপত্তা ঠিক কতখানি। ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। সোমবার ভারী পণ্যবাহীন গাড়ি চলাচল নিয়ে একটি নির্দেশিকাও জারি করেছেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। শুধু তাই নয়, সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই ট্রাফিক পুলিশের তরফে বেশ কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, স্কুল টাইমে ট্রাফিক গার্ডের তরফে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সামনে নজরদারি থাকবে পুলিশের। স্কুলের শুরু ও শেষের সময় গাড়ি গতি নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর বাড়ানো হবে। স্কুলের সামনে অবস্থিত সিসি ক্যামেরা ঠিক রয়েছে কি না দেখতে হবে। না থাকলে তা পুনরায় বসাতে হবে। উল্লেখ্য, সোমবারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ভারী পণ্যবাহী যান ও মাঝারি পণ্যবাহী যান চলাচলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যে সময়সীমা, তা মেনে চলতে হবে। ভোর ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা অবধি ভারী পণ্যবাহী যান ও ও মাঝারি পণ্যবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। যদিও বন্দর এলাকার ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় রয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৪ আগস্ট বেহালায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় পাঁচ বছরের সৌরনীল সরকারের। শহরের অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ মোড়গুলির মত বেহালা চৌরাস্তায় শুক্রবার রাতেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ম্যানুয়াল ড্রপ গেট।

রাজ্যে ফের নির্বাচন, নির্ঘণ্ট ঘোষণা কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ রাজ্যে ফের উপনির্বাচন। ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন হবে ধূপগুড়িতে। ভোটগণনা হবে ৮ সেপ্টেম্বর। একইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড, কেরল, ত্রিপুরা, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। সব মিলিয়ে ৬ রাজ্যের সাতটি আসনে উপনির্বাচন আয়োজিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ধূপগুড়িতে গেরুয়া আবির উড়েছিল। বিজেপির থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন বিষ্ণুপদ রায়। গতমাসেই ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। এবার সেই শূন্য আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন বিষ্ণুপদবাবু। কিন্তু অধিবেশনে আর যোগ দেওয়া হয়নি। তার আগেই শারীরিক সমস্যা নিয়ে এসএসকেএম-এ ভর্তি করতে হয়েছিল বিজেপি বিধায়ককে। শেষে ২৫ জুলাই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়কের।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমার শেষ দিন ১৭ আগস্ট। ১৮ আগস্ট মনোনয়নের স্ক্রুটিনি। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২১ আগস্ট। উল্লেখ্য, ধূপগুড়ির বিধানসভা কেন্দ্র আরও একবার নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া বঙ্গ বিজেপি শিবির। রবিবারই ধূপগুড়িতে গিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, বিষ্ণুপদ রায়ের স্ত্রীকেই সেখান থেকে প্রার্থী করতে চান তাঁরা। এখন দেখার উপনির্বাচনেও ধূপগুড়ি থেকে গেরুয়া আবির ওড়াতে কতটা সফল হয় পদ্ম শিবির। পশ্চিমবঙ্গের ধূপগুড়ি ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের ডুমরি, কেরলের পুথুপল্লি, ত্রিপুরার বক্সানগর ও ধানপুর, উত্তর প্রদেশের ঘোসি ও উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরে উপনির্বাচন হবে ওই দিনে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার ধানপুর আসনটি থেকে বিধায়ক ছিলেন প্রতিমা ভৌমিক। তিনি এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রতিমা ভৌমিকের ছেড়ে যাওয়া ধানপুরেও ৫ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ‘দুয়ারে’ কুড়মিরা

মমতার সঙ্গে বৈঠকে মিলল আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৮ আগস্টঃ তিনদিনের সফরে ঝাড়গ্রামে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রাম জেলায় কুড়মি সমাজের একটি বড় অংশের বাস। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও দেখা গিয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে যেসব জায়গা কুড়মি অধ্যুষিত, সেখানে বেশ বেগ পেতে হয়েছে রাজ্যের শাসক দলকে। বিভিন্ন জায়গায় নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন দিয়েছিল কুড়মি সমাজ। এমন অবস্থায় মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন তাঁরা। আর বৈঠকে বেশ আশ্বস্ত কুড়মিরা। কুড়মি সমাজের নেতা রাজেশ মাহাত বৈঠক শেষে জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা খুশি। তবে একইসঙ্গে জাতিসত্তার দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলতে থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। বলছেন, ‘‘আমরা কেন্দ্রের বা রাজ্যের শত্রু নই। আমরা আমাদের অধিকারের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছি।’’ কুড়মি সমাজের মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে যে তফসিলি উপজাতিভুক্ত হওয়ার দাবি তুলে আসছে, এদিন সেই কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানান রাজেশ মাহাতরা। বলছেন, ‘‘আমাদের ৭৩ বছরের বঞ্চনার যাতে অবসান হয়, সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কুড়মিদের জাতিসত্তার দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’’ কুড়মিদের জাতিসত্তার দাবি যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ‘টালবাহানা’র কারণে দেরি হচ্ছে, সেই

অভিযোগও জানান তিনি। এই সমস্যার যাতে দ্রুত সমাধান হয়, সেই আর্জিও তাঁরা জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। রাজেশ মাহাত জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। বলছেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী কুড়মিদের জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমরা ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এমন কাজ আগে কেউ করেননি।’’ উল্লেখ্য, জঙ্গলমহলের বেশ কিছু জায়গায় বিগত দিনগুলিতে কুড়মিদের আন্দোলনকে হাতিয়ার করতে শুরু করেছে একাংশের মানুষ। কুড়মিদের আন্দোলন নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে রাজেশ মাহাত বলছেন, ‘‘যারা অশান্তি পাকাবে, তাদের বিষয়টি প্রশাসন দেখবে। এটা আমাদের মাথাব্যথা নয়। আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি। আমরা সংবিধান মানি এবং শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলন চালাব।’’ উল্লেখ্য জেলা সফরের প্রথম দিনই ঝাড়গ্রামে অন্য মেজাজে পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এ দিন ঝাড়গ্রামে পৌঁছেই প্রথমে রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীরই লেখা গান গেয়ে তাঁকে স্বাগত জানান স্কুলের শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা। গান শুনে অভিভূত মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, ‘‘বলুন তো এই গানের কথা এবং সুর কার?’’ জবাবে স্কুলেরই এক শিক্ষিকা হেসে বলেন, ‘‘দিদি আপনারই লেখা!’’ আজ থেকে তিন দিন ঝাড়গ্রাম সফরে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই সফরে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হতে চলেছে কুর্মি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক। দীর্ঘদিন ধরেই তফশিলি উপজাতির স্বীকৃতি সহ নিজেদের বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে কুর্মি সমাজ। রাজ্য সরকারের দাবি, এই নিয়ে টালবাহানার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারই। এ দিন দু দফায় কুর্মি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম সফরে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন তিনি। যোগ দেন বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে। জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজের একটা বড় অংশই একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পের উপরে নির্ভরশীল। মুখ্যমন্ত্রী এর আগে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দাবি করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু একশো দিনের প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে, তাই এর বিকল্প নতুন প্রকল্প শুরু করবে রাজ্য সরকার। ঝাড়গ্রাম সফর থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা করেন কি না সেটাও দেখার। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে আদিবাসী সমাজের সমর্থন আদায় যে তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হতে চলেছে এই সফরে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ দিন ঝাড়গ্রামের সারদা বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসিনী এবং শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্কুলের কোনও সমস্যা আছে কি না, তাও জানার চেষ্টা করেন তিনি। পাশাপাশি, কথা বলেন স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গেও। গান শুনে শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের প্রশংসাও করেন তিনি। পরে স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীতও মুখ্যমন্ত্রীকে গেয়ে শোনান শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা।

ভোটাভুটি হয়নি, ডেরেকের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ ডেরেক ও'ব্রায়েনের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন রাজ্যসভার অধ্যক্ষ তথা উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। মঙ্গলবার রাজ্যসভার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরই, জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছিলেন তৃমমূল সাংসদ।

তারপরই, সংসদে অনুপযুক্ত আচরণ, ক্রমাগত অশান্তি-বিক্ষোভ, সংসদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর দায়ে বাদল অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। এরপর, ১২.৪৫ পর্যন্ত সভা মুলতবি করে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যসভার কার্যক্রম ফের শুরু হতেই অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় জানান, তৃণমূল সাংসদকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়নি। কারণ তাকে বরখাস্ত করার প্রস্তাবে ভোটাভুটি হয়নি। এদিন, ডেরেককে সাসপেন্ড করার বিষয়ে প্রস্তাব দেন রাজ্যসভার নেতা পীযূষ গোয়েল। পীযূষ গোয়েল অভিযোগ করেন রাজ্যসভার কার্যক্রমকে তিনি ক্রমাগত বাধা দিচ্ছেন, অধ্যক্ষকে অমান্য করছেন এবং রাজ্যসভায় ক্রমাগত অশান্তি সৃষ্টি করছেন। এর পরই ডেরেক ও'ব্রায়েনককে সাসপেন্ড করার কথা জানান ধনখড়। কক্ষ জুড়ে ব্যাপক হট্টগোল শুরু হয়। যার জেরে মুলতবি করে দেওয়া হয় সভার কার্যক্রম। পরে, তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি জানানো পর, ফের আক্রমণাত্বক ভূমিকাতেই দেখা যায় তৃণমূল সাংসদকে। তৃণমূলের তরফে বিষয়টি নিয়ে জানানো হয় যে, ‘‘ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই, লড়াই চালিয়ে যাব। যা হবে দেখা যাবে।’’ তার আগে, রাজ্যসভায় এদিনের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি গ্রহণ করার সময়, মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী দলগুলির দাবির কথা জানান জগদীপ ঝনখড়। তিনি জানান, এটিও তালিকায় রয়েছে। পীযূষ গোয়েল জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কখন রাজ্যসভায় আসতে পারবেন, তা তিনি জানার চেষ্টা করছেন। বিরোধীরা চাইলে দুপুর ১২টা নাগাদ এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে। জগদীপ ধনখড় আরও জানান, মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে আড়াই ঘণ্টারও বেশি আলোচনা গড়াতে পারে। সরকার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তাতে কোনও সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন। এই সময়ই ডেরেক ও'ব্রায়েন একটি পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপন করার জন্য উঠে দাঁড়ান। অধ্যক্ষ তাঁকে সতর্ক করেছিলেন, পয়েন্ট অব অর্ডার ছাড়া যাতে তিনি আর কিছু না বলেন। তৃণমূল সাংসদ জানান, সংসদীয় বিধি ২৬৭-র আওতায় আলোচনা চায় বিরোধীরা। এই নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ালে, পীযূষ গোয়েল বাদল অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য ডেরেককে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন।

ছুটি, বাড়ি ফেরার খবর পেয়েই খোশমেজাজে বুদ্ধদেব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ আগামিকাল, বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন প্রাক্তন মুখমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এ দিন উডল্যান্ডস হাসপাতালের পক্ষ থেকেই এ কথা জানানো হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেও বাড়িতে হোম কেয়ার পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। হাসপাতালের চিকিৎসকরাও নিয়মিত তাঁকে দেখতে তাঁর পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে যাবেন। ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে গত ২৯ জুলাই উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। প্রথমে তাঁক অবস্থা যথেষ্ট সঙ্কটজনক হওয়ায় ভেন্টিলেশনেও রাখতে হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। এর পর ধীরে ধীরে চিকিৎসায় সাড়া দেন তিনি। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর থেকেই বাড়ি ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তাড়াহুড়ো করতে চাননি চিকিৎসকরা। তবে বুধবার যে তিনি ছুটি পেতে পারেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এ দিনের উডল্যান্ড হাসপাতালের সিইও চিকিৎসক রূপালি বসু এবং চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসু ও চিকিৎসক সৌতিক পণ্ডা জানান, বাড়ি ফেরার আগেই আজ হাসপাতালের বেডে পা ঝুলিয়ে বসানো হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। বেডের পাশে দাঁড়ও

করানো হয়েছে তাঁকে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভাল ভাবেই তা করতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তবে বাড়ি ফিরলেও কড়া পর্যবেক্ষণেই রাখা হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। বাড়িতেই থাকবে বাই প্যাপ যন্ত্র এবং পালস অক্সিমিটার। চিকিৎসকদের পাশাপাশি হাসপাতালের নার্সিং টিমও তাঁর দেখাশোনা করবে। আপাতত রাইলস টিউব লাগানো থাকলেও খুব শিগগিরই তা খুলে ফেলা হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আগামিকালই যে তিন পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ফিরছেন, সেই খবর দেওয়া হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, বাড়ি ফেরার খবরেই মন ভাল হয়ে গিয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। এ দিনও হাসপাতালে গান শুনেছেন তিনি। বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় খোশমেজাজেই রয়েছেন বুদ্ধদেব। মঙ্গলবার সতীর্থ সূর্যকান্ত মিশ্র জানিয়েছেন, হোম কেয়ারের পরিকাঠামোর জন্য বুদ্ধবাবুর বই রাখার জায়গারও খানিক স্থান বদল হবে। সেই কাজও করা হয় এদিন বিকালে। অন্যদিকে হাসপাতাল সূত্রের খবর, এগারো দিন ধরে মেডিক্যাল বোর্ডের যে ১১ জন চিকিৎসক বুদ্ধবাবুকে দেখেছেন তাঁদের কেউই কনসালটেশন ফি নিতে চাননি। সূত্রের খবর, ১১ দিনে বুদ্ধবাবুর চিকিৎসার বিল হয়েছে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সিপিএম ইতিমধ্যে মিটিয়ে দিয়েছে। বাকি টাকাও দলের তরফেই মেটানো হবে বলে খবর।

শিক্ষকদের এবার ৫ বছর গ্রামে শিক্ষকতা করতে হতে পারে, চিন্তাভাবনা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্য নয়া নিয়ম আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের ৫ বছর গ্রামাঞ্চলের স্কুলে গিয়ে পড়াতে হতে পারে। এবিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে এই বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট এ বিষয়ে রাজ্যকে এনিয়ে নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারপরেই এরকম পদক্ষেপ করার চিন্তাভাবনা রাজ্যের। যদিও বিষয়টি এখন চিন্তাভাবনার পর্যায়ে রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কার্যকর হলেই চিকিৎসকদের মতোই শিক্ষকদেরও চাকরি জীবনে ৫ বছর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা করতে হবে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই শিক্ষা নীতির খসড়ায় বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক-পড়ুয়াদের অনুপাত ঠিক নয় বলে অভিযোগ উঠে থাকে। এ নিয়ে একাধিবার কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নীতি নির্ধারণ করতে বলেছে। তাছাড়া অন্যত্র বদলি চাওয়া বিভিন্ন শিক্ষককেও ভর্ৎসনা করেছে আদালত। তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন চিন্তা ভাবনা রাজ্যের। মূলত যে সমস্ত নতুন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ হতে চলেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর করা হতে পারে। অন্যদিকে, নয়া শিক্ষা নীতিতে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ইংরেজি, তৃতীয় ভাষা হিন্দি এবং সংস্কৃত কেউ গুরুত্ব দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও একাধিক বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকলে দশম দশম শ্রেণির পরীক্ষা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে শিক্ষা নীতিতে। এছাড়া, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা যাতে পড়ানো যায় সে বিষয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে অষ্টম শ্রেণি থেকে সেমেস্টার পদ্ধতি চালু হয়ে যাবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এমন পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছে শিক্ষা নীতিতে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য কমিশনের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও রেগুলেটরি কমিশন করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে আগেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এদিন এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন শিক্ষকের বদলি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট লক্ষ্য করেছিল যে শহরাঞ্চলের দিকে শিক্ষকদের বদলি হওয়ার প্রবণতা বেশি। তা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল হাইকোর্ট। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে শিক্ষকের হার কম থাকা সত্ত্বেও স্কুল থেকে শিক্ষকরা বদলি হতে চাইছেন। তা নিয়েও শিক্ষকদের ভর্ৎসনা করেছিলেন বিচারপতি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তারপরে এমন চিন্তা ভাবনা রাজ্যের।

‘মেরা ঘর’, ১২ তুঘলকের বাংলোও ফিরে পেলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ পুরনো বাড়ি ফিরে পেলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার একদিন পরই তাঁকে দিল্লির ১২ তুঘলক লেনের সরকারি বাসভবন পুনরায় বরাদ্দ করা হল। মঙ্গলবার সকালেই লোকসভা হাউস কমিটি রাহুল গান্ধিকে তাঁর পুরনো বাংলোটি পুনর্বরাদ্দ করে। মোদি পদবি নিয়ে ফৌজদারি মানহানির মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার রায় স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপর, ঠিক যে দ্রুততায় সাংসদ পদ এবং সরকারি বাসভবন খুইয়েছিলেন রাহুল, ঠিক সেই দ্রুততাতেই পদ ও বাড়ি ফিরে পেলেন তিনি। এদিন বিকেলে অসমের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য এআইসিসি সদর দফতরে আসেন রাহুল। সেখানেই বাসভবন ফিরে পাওয়ার বিষয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় রাহুল গান্ধি বলেন, ‘‘মেরা ঘর পুরা হিন্দুস্তান হ্যায় (গোটা ভারত আমার বাড়ি)।’’ মোদি পদবি নিয়ে ফৌজদারি মানহানি মামলায় রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল সুরাটের এক দায়রা আদালত। তাঁকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মার্চের শেষে তাঁকে সাংসদ হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। অযোগ্য সাংসদরা সরকারি বাসভবন ছাড়ার

জন্য এক মাস সময় পান। ২২ এপ্রিল, প্রোটোকল মেনে রাহুল তাঁর সরকারি বাংলোটি খালি করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি থাকছিলেন, মা সোনিয়া গান্ধির ১০ জনপথ রোডের বাসভবনে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কংগ্রেস নেতা কর্মীরা, তাঁদের নিজেদের বাড়ি রাহুল গান্ধিকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। এমনকি বারাণসীর হনুমান গড়হি মন্দিরের প্রধান সেবায়েত, তাঁদের মন্দিরে এসে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাহুলকে। সম্প্রতি, দক্ষিণ দিল্লির নিজামুদ্দিন ইস্ট বি-২ এলাকায় দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের বাংলো রাহুলের নতুন ঠিকানা হবে বলে শোনা গিয়েছিল। এই বাংলোয় থাকতেন শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত। তিনি অন্য বাংলোয় উঠে যাওয়ার পর, ওই বাংলোটিতে থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন রাহুল গান্ধি। তবে, ১২ তুঘলক রোডের বাসভবন ফিরে পাওয়ার পর, সেই পরিকল্পনা তিনি বাতিল করবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০০5 সাল থেকে এই বাড়িতেই থাকতেন ওয়ানাড়ের সাংসদ। সরকারি বাসভবন ছেড়ে দেওয়ার পর রাহুল গান্ধি দাবি করছিলেন, সত্যি কথা বলার শাস্তি পেতে হচ্ছে তাঁকে। তিনি বলেছিলেন, ‘‘সত্যি বলার জন্য আমি যে কোনও মূল্য চোকাতে রাজি।’’ এদিন রাহুল গান্ধি তাঁর পুরনো বাসভবন ফিরে পাওয়ার পর, কংগ্রেসের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে হিন্দিতে লেখা হয়েছে, ‘গোটা দেশই রাহুল গান্ধির বাড়ি। মানুষের হৃদয়ে বাস করেন রাহুল গান্ধি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট। কেউ তাঁর মধ্যে তাঁর ছেলেকে, কেউ ভাইকে, কেউ তাদের নেতাকে দেখতে পান। রাহুল সবার এবং সবাই রাহুলের। এই কারণেই আজ গোটা দেশ বলছে, রাহুল জি, আমার বাড়ি আপনার বাড়ি।’ সঙ্গে ‘মেরা ঘর আপকা ঘর’ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছে কংগ্রেস।

রাজ্যসভায় অনভিপ্রেত আচরণে শাস্তি পেলেন ডেরেক, অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃসংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় অনভিপ্রেত আচরণ ও সদনের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য শাস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। রাজ্যসভার অধিবেশনে বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে ডেরেককে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করতে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। ফলে সদনের কাজকর্ম ঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছিল না।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ডের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, পীযূষ বলেন, সদস্যের কার্যক্রমে ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটানো, চেয়ারম্যানকে অমান্য করা এবং হাউসে ক্রমাগত গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হোক। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।ও এদিন ডেরেক ও'ব্রায়েনের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর শাস্তি হিসেবে ডেরেককে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে রাজ্যসভার সাংসদ মহেশ জেঠমালানি বলেছেন, তিনি এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি মনে করি তাঁকে ইতিমধ্যেই চারবার সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু সে পিছপা হয়নি। সুতরাং, আমি মনে করি চেয়ারম্যানের অন্য কোনও উপায় ছিল না।

কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ২৫-এ ভারতে কিছুটা কমল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা, মৃত্যু হয়নি কারও

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫৪৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। টানা বেশ কিছু দিন ধরে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হানি, মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৮।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৫৯৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৩,৩৯৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ২৮১ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৫,৯০৪।

বৃহন্নলার চরিত্রে অভিনয় করে হেনস্তার শিকার সুস্মিতা সেন

কলকাতা,৮আগষ্টঃপ্রান্তিক মানুষদের হয়ে গৌরী সাওয়ান্ত চোয়াল শক্ত করে যে লড়াইটা লড়ে গিয়েছেন, সেই ঘটনাই ওয়েব সিরিজে তুলে ধরবেন অভিনেত্রী প্রাক্তন বিশ্বসু ঃ দরী সুস্মিতা সেন । ' পয়লা ঝলকেই নিজের ঝাঁজ বুঝিয়ে দিয়েছেন সুস্মিতা সেন। কিন্তু এই সিরিজের পোস্টারে বৃহন্নলার ভূমিকায় সুস্মিতা সেন যখন প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল, তখন সাইবার বুলিয়েংর শিকার হতে হয় নায়িকাকে। ভয়ংকর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।সুস্মিতা জানান, সিরিজের পোস্টারে শুধু আমার মুখ আর তালির ছবি ছিল। আমার মনে আছে, শুধুমাত্র এটুকু দেখেই আমার কমেঃট বক্সে উপচে পড়েছিল ঘৃণাভরা মন্তব্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় তো বেনামি প্রোফাইলের ছড়াছড়ি। সেগুলো থেকেই ' আমার লুক দেখে ' ছক্কা' বলে আওয়াজ দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা শুধুমাত্র সুস্মিতার জীবনে প্রভাব ফেলেই ক্ষান্ত থাকেনি, এহেন নেতিবাচক কমেন্ট পড়ে মানসিকভাবে কতটা আঘাত পেয়েছিলেন সুস্মিতা? সেকথাও জানান তিনি। অভিনেত্রীর শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল, নিত্যদিন ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিকে তাহলে কীরকম হেনস্তার শিকার হতে হয়! সুস্মিতা সেন বলেন, যেহেতু আমার টাইমলাইনে এসমস্ত লেখা হচ্ছিল, তাই বিষয়টাকে ভীষণই ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে ফেলেছিলাম। অবশ্যই যারা কটাক্ষ করেছিল, তাদের সকলকে ব্লক করে দিই। কিন্তু একটি বিষয় আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাত্র গৌরী সাওয়ান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেই যদি আমাকে এহেন কটু কথা শুনতে হয়, তাহলে ওঁরা তো প্রতিটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এমন মুহূর্ত কাটান।প্রসঙ্গত, ' সিরিজে কিন্নর সমাজকর্মী গৌরী সাওয়ান্তের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রাক্তন ব্রহ্মাণ্ড সু ন্দরী। পুণেতে গণেশ নামে জন্ম হয়েছিল গৌরী সাওয়ান্তের। তাঁর বাবা ছিলেন কড়া পুলিশকর্মী। অল্প বয়সেই মাকে হারান। ঠাকুমা তাঁকে বড় করে তোলেন। তাঁর কারণে বাবার কষ্ট হোক, চাননি বলেই আঠেরো বছর বয়সে বাড়ি ছাড়েন তিনি। সোজা মুম্বইয়ে চলে আসেন গৌরী। সেখানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। নানা সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন গৌরী। রূপান্তরিত, রূপান্তরকামী বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যাতে শিশুদের দত্তক নেওয়ার অধিকার পান। সেই লড়াইয়ের অংশীদার হন তিনি। নিজে এক শিশুকন্যাকে দত্তক নেন। গৌরী সাওয়ান্তের মতো সেই বলিষ্ঠ চরিত্রই এবার রবি যাদবের হাত ধরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষঃক্ষুধার্ত দেশবাসীর জন্য প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন, যার স্মরণে রেলওয়ে চালু করেছে হুল এক্সপ্রেস

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃভারতকে ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে লক্ষাধিক বিপ্লবী জীবন উসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতার এই মাসে এমন অনেক বিখ্যাত বিপ্লবীর গল্প শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এমন অনেক অজ্ঞাতনামা বিপ্লবী আছে যারা দেশের জন্য প্রাণ উসর্গ করেও ইতিহাসের পাতায় যথাযথ স্থান পাননি। এমন বিপ্লবীদের বীরত্বগাথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে আজ আমরা বাংলার বিপ্লবী তারাপদ গুঁই-এর কথা আলোচনা করবো। দেশের মাটি ও দেশবাসীর প্রতি তাঁর এমন ভালোবাসা ছিল যে, আগস্ট বিপ্লবের সময় ব্রিটিশরা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের সৈন্যদের জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শস্য সংগ্রহ করে বিদেশে পাঠাতে শুরু করেছিল, তখন ক্ষুধার্ত দেশবাসীর দুর্ভোগ ব্রিটিশদের চোখে পড়েনি।বিপ্লবী তারাপদ অন্যান্য বিপ্লবীদের একত্রিত করে খাদ্যশস্য বহনকারী ব্রিটিশ ট্রেনে হামলা চালিয়েছিলেন। এদিকে ইংরেজ বাহিনী বিপ্লবীদের ঘেরাও করে গুলি চালাতে থাকে। এনকাউঃটারে বহু গোলাগুলি চলার পর বুকে গুলি খেয়ে তারাপদ দেশের মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু ভারতমাতার অন্ন বিদেশে যেতে দেননি মহান বিপ্লবী তারাপদ। ইতিহাসবিদ নগেন্দ্র সিনহা তাঁর 'আগস্ট বিপ্লবের বলিদান' বইতে লিখেছেন যে তারার অবদান ইতিহাসে গুরুত্ব পায়নি, সম্ভবত এই কারণেই তিনি কবে এবং কোন সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাও জানা যায়নি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রেলের বর্ধমান সেকশনে বোলপুর নামে একটি বিখ্যাত রেলস্টেশন রয়েছে। তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে বিশ্ববিখ্যাত শান্তিনিকেতনও রয়েছে, যেখানে একসময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীরা যখন সারাদেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আগস্ট বিপ্লব চালাচ্ছিল, তখন বাংলাও তার থেকে বাদ পড়েনি। বোলপুরের বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ছিলেন তারাপদ। একই সময়ে, ব্রিটিশরা তাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করছিল এবং এখানে ভারতে ১৯৪২ থেকে ৪৩ সালের মধ্যে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যার কারণে ভারতীয়রা না খেয়ে মারা যাচ্ছিল। একবার খাবার খেয়ে দেশবাসীকে দুদিন অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভারতীদের কঠোর পরিশ্রমে উপাদিত খাদ্য শস্য ব্রিটিশরা বর্বর ও অত্যাচারী উপায়ে লুট করে বোলপুর রেলস্টেশনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোতায়েন করা ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে সেইসব শস্য পাঠাতে শুরু করে।এহেন পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের ২৯ আগস্ট সমগ্র বোলপুর এলাকায় একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয় যা সম্পূর্ণ সফল হয়। তারাপদর নেতৃত্বে হাজার হাজার গ্রামবাসী রেলস্টেশন আক্রমণ করে এবং ব্রিটিশদের জন্য শস্য নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক বিপ্লবী আশেপাশের রাস্তা জ্যাম করে দিয়েছিল, যার কারণে সেখানে উপস্থিত ইংরেজ সৈন্যরা বাইরে থেকে সাহায্য পায়নি। এরপর গ্রামবাসীদের ওপর নৃশংস লাঠিচার্জ শুরু হয়, এরপরই হামলাকারীরা সেনাদের মারধর শুরু করে। এই খবর সদর দফতরে পৌঁছোলে, নিরস্ত্র বিপ্লবীর ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় ব্রিটিশরা। তারাপদ দেখলেন অনেক মানুষ মারা যাবে। তারজন্য তিনি একাই গুলি চালিয়ে. ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে. পড়েন এবং এইসময় তিনি বেশ কয়েকবার গুলিবিদ্ধও হন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, তারাপদকে এই অবস্থায় দেখে গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে স্টেশনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে, তারফলে বিদেশে শস্য পাঠানোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই বিপ্লবী এবং তাঁর বিপ্লবের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে বোলপুর স্টেশন চত্বরে একটি ব্রোঞ্জের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল। যা ২০০৬ সালের ২৯ আগস্ট লোকসভার তকালীন স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জি উদ্বোধন করেন।শুধু তাই নয়, বিপ্লবী তারাপদ গুঁই এবং অন্যান্য যারা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের স্মরণে ভারতীয় রেলওয়ে হাওড়া জংশন থেকে বীরভূম জেলার আরেকটি মহকুমা সিউরি পর্যন্ত হুল এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেন চালু করা হয়। এই বিল্পবীকে সবাই এমনভাবে ভুলে গেছে যে তাঁর একটা ছবিও পাওয়া যায়না।

মণিপুরঃজোটশরিক কেপিএ সমর্থন প্রত্যাহার করলেও প্রভাব পড়বে না সরকারে, বলেন মন্ত্রী সাপাম সিং

ইমফল, ৮ আগস্ট ঃ জোটশরিক কুকি পিপলস অ্যালায়েন্স (কেপিএ) সমর্থন প্রত্যাহার করলেও এর কোনও প্রভাব সরকারের ওপর পড়বে না, বলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা সরকারের মুখপাত্র সাপাম রঞ্জন সিং।গত সোমবার মণিপুরে নংথমবাম বীরেন সিং সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে এনডিএভুক্ত নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-শরিক কুকি পিপলস অ্যালায়েন্স (কেপিএ)। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা মোকাবিলায় বীরেন সিং সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সমর্থন প্রত্যাহার সম্পর্কিত এক চিঠি রাজ্যপাল অনুসুহয়া উইকের কাছে পাঠিয়েছিলেন কেপিএ সভাপতি তংমাং হাওপিক।এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাজ্য সরকারের মুখপাত্র সাপাম রঞ্জন বলেন, বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কেপিএ-র দুই বিধায়ক বেরিয়ে গেলেও এর কোনও প্রভাব পড়বে না। সরকার নিরাপদেই আছে, থাকবেও।সাপাম রঞ্জন সিং বলেন, কুকি পিপলস অ্যালায়েন্স যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে, তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁদের জানানো হয়েছে।রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার তাদের দাবির প্রথম দিন থেকেই পৃথক প্রশাসন বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কোনও অবস্থাতেই মণিপুরকে টুকরো করতে দেবে না সরকার, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন সাপাম রঞ্জন সিং। তবে সর্ববস্থায় সব মহলকে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের পথে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পাশাপাশি কেঃদ্রীয় সরকারও সমস্যা সমাধান করে শান্তি-সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে দিবানিশি কাজ করছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কেপিএ সরকার থেকে সমর্থন করার পর দুই বিধাযক্ যথাক্রমে সাইকুলে কিমনিও হাওকিপ হ্যাংশিং এবং সিংগাটের চিনলুনথাঙের আর সরকারের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।প্রসঙ্গত, ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বিজেপির ৩২ জন বিধাযক্ ছাড়াও সমর্থন রয়েছে পাঁচ (৫) এনপিএফ এবং তিন (৩) নির্দলীয় বিধাযকের। এছাড়া বিধানসভায় রয়েছেন বিরোধী কংগ্রেসের পাঁচ, সাত (৭) এনপিপি এবং জেডি (ইউ)-এর ছয় বিধায়ক। তাই এ মুহূর্তে এন বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন সরকারকে সংকটমুক্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জ্ঞানবাপী মসজিদে পঞ্চম দিনে পড়ল এএসআই-এর সমীক্ষা, হিন্দু পক্ষ ব্যক্ত করল খুশি

বারাণসী, ৮ আগস্ট ঃ বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে মঙ্গলবার পঞ্চম দিনে পড়ল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-এর ' সমীক্ষা'-র কাজ। বিগত ৪ দিনের মতো মঙ্গলবারও জ্ঞানবাপী মসজিদের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।হিন্দু পক্ষ এদিন সকালে ব্যক্ত করল নিজেদের খুশি। হিন্দুপক্ষের আবেদনকারী রেখা পাঠক বলেছেন, তহখানা' আজ খোলা হতে পারে... আমরা সমীক্ষা নিয়ে.খুবই উদগ্রীব। সকালে উঠে ডিউটিতে যাওয়া আমাদের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে... এভাবেই আমরা অনুভব করি...আমাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সুধীর ত্রিপাঠী বলেছেন, সকাল ৮টায় সমীক্ষা শুরু হয়েছে... মনে হচ্ছে গম্বুজের সমীক্ষা শেষ হয়নি। 'তহখানা'ও সমীক্ষা করা হচ্ছে... ধ্বংসস্তূপ অপসারণ না করে, ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি সম্ভব নয়।

চোখের চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ দিল্লি-সহ উত্তর ভারত এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কনজেক্টিভাইটিস (চোখের ফ্লু) সংক্রমণের ঘটনা উপর্যুপরি বা।ছে। এই পরিস্থিতিতে চোখের চিকিসার জন্য স্টেরয়েড় ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে সতর্ক করলেন দিল্লি এইমস-এর বিশিষ্ট চিকিৎসক। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ চক্ষুবিদ্যা কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ জেএস তিতিয়াল বলেছেন, স্টেরয়েড়যুক্ত চোখের ড্রপ ব্যবহার করলে দুই সপ্তাহ পর কর্নিযায়.দাগ ও চোখের ওপর চাপ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।তিনি যোগ করেছেন, এইমস নিজস্ব চিকিৎসা প্রোটোকলে স্টেরয়েড় অন্তর্ভুক্ত করেনি। এটি রোগীদের তখনই দেওয়া উচিত যখন ভীষণ প্রযোজন। ডাঃ জেএস তিতিয়াল বলেন, স্টেরয়েড দিলে রোগীরা দ্রুত আরাম পেলেও, পরবর্তীতে চোখের ক্ষতি ও জ্যোতি দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অ্যান্টি বায়োটিকের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটিও সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। একই পরিবারে বেশি সদস্য আক্রান্ত হলে একই চোখের ড্রপ না লাগাতে পরামর্শ দিয়েছেন ডাঃ জেএস তিতিয়াল।

নেপালে ১৫৭ কেজি গাঁজা-সহ গ্রেফতার ৭, ধৃতদের মধ্যে ৪ জন ভারতীয় নাগরিক

পূর্ব চম্পারন, ৮ আগস্ট ঃভারত সংলগ্ন নেপালের বারা জেলার পুলিশ ১৫৭ কেজি গাঁজা-সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ৭ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতীয়। ধৃতদের মধ্যে ৩ জন বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার বাসিন্দা। পিকআপ ভ্যান ও স্করপিও-তে করে ভারতে আনা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। নেপাল পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করেছে এবং ১৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে।মঙ্গলবার বারা জেলার এসপি হবিন্দ্র বগতি বলেন, জিতপুর সিমরা ২২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত আমলেখাঞ্জ বনের কাছে পুলিশের দল মোট ১৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। স্করপিও চালক রোশন নেগি, মাকওয়ানপুর জেলার হেতাউন্ডার বাসিন্দা। প্রয়োজনীয় তথ্যের ভিত্তিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মণিপুরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অসংবেদনশীলঃ ডিম্পল যাদব

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ মণিপুরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অসংবেদনশীল। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বললেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব। তিনি বলেছেন, মণিপুরের ঘটনা খুবই স্পর্শকাতর। এ ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত অসংবেদনশীল। এটা একটি অহংকারী সরকার।সপা সাংসদ ডিম্পল যাদব আরও বলেছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। হিংসার জন্য মহিলাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সাংবিধানিক গণতন্ত্রে অগ্রহণযোগ্য। বড়সড় অভিযোগ করে ডিম্পল যাদব বলেছেন, এটি ছিল রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট জাতিগত হিংসা।

গানে-কবিতায় কবিগুরুর প্রয়াণ বার্ষিকী উদযাপিত, শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ মহানাগরিক ফিরহাদের

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ গানে ও কবিতায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা তথা গোটা রাজ্যজুড়ে পালিত হল বাইশে শ্রাবণ। মঙ্গলবার যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয়েছে কবিগুরুর প্রয়াণ বার্ষিকী। কবিগুরুর প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে এদিন সকালে নিমতলা মহাশ্মশানে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।মেয়র ফিরহাদ হাকিম এদিন টুইট করেও কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। টুইটারে তিনি লেখেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি আমাদের হৃদয়ে বেঁচে আছেন, প্রতিবার আশা ও আনন্দে পূর্ণ করেন। কবিগুরুর মৃত্যু বার্ষিকীতে এদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪ জনের, প্রাণে বাঁচলেন একজন

বুলন্দশহর, ৮ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃত ৪ জনের মধ্যে দু''জন সম্পর্কে ভাই, এই দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে অজ্ঞাত একটি ট্রাক যাত্রীবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারলে ৪ জনের মৃত্যু হয়।পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে নয়ডা থেকে সম্ভলের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি, ডিবাই থানার অন্তর্গত দানপুর গ্রামের কাছে একটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে

আবারো নতুন করে ভাঙড়ে জারি হল ১৪৪ ধারা

ভাঙড়,৮আগষ্টঃআবারো নতুন করে ভাঙড়ে জারি হল ১৪৪ ধারা। ১৩ তারিখের মধ্যরাত পর্যন্ত এই ১৪৪ ধারা বলদ রয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারি করা হয়। প্রসঙ্গত পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। ভাঙড়ের একাধিক জায়গায় শাসকবিরোধী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল ভাঙড় পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনতে জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে আবারো নতুন করে এলাকায় যাতে না উত্তেজনা না ছাড়ায় সেজন্য সেই জন্য আগেভাগে ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। সকাল থেকেই এলাকায় টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জমায়েত দেখলে সেখানে দ্রুততার সাথে ছুটে যাচ্ছে পুলিশ এবং মুহুর্তের মধ্যে জমায়েত সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিল ভাঙড়ে বেশ কিছু থানা কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ করার জন্য কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সেই প্রক্রিয়ায় এখনো পর্যন্ত সুসম্পন্ন হয়নি। ভাঙড়ে যাতে না নতুন করে অশান্তি না সেই জন্য আগে থেকেই পুলিশি নিরাপত্তা আটো সাটো করা হযেছে।রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে তেতে উঠেছিল ভাঙড়। তার জেরে মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এবং আইএসএফ কর্মীদের মৃত্যু হয়েছিল। যা নিয়ে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়। তারপর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হলেও সেখানে যাতে কোনও অশান্তি না হয় তার জন্যই জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। এখন ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিগুরুর ৮২ তম প্রয়াণ দিবস পালন করল সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্বসংবাদদাতা,৮আগষ্টঃ গত মঙ্গলবার ২২ শে শ্রাবণ পরলোক গমন করেছিলেন আপামর বাঙ্গালির হৃদয়ের মণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দিনটিকে স্মরণ করে চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালযের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি জানাই হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য। জীবনে মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।-- তিনি কথা রেখেছিলেন মৃত্যুর আগে কখনও মরেননি। সারাটা জীবন ভয় শূণ্য চিত্ত এবং উচ্চ শিরে মানব জাতিকে দিয়ে গেছেন তাঁর জীবনের নিং।ে বের করা অভিজ্ঞতার সবটুকু নির্যাস। তাঁর একটা জীবনে আমরা যা পেয়েছি, বংশ পরম্পরায় আমাদেরকে তাই ভাঙিয়ে খেয়ে যেতে হবে। কাব্য, সাহিত্য , দর্শন, চিত্রকলা, সংগীত -- সংস্কৃতির এমন কোনও দিক নাই, যেখানে পূর্ণ রশ্মি দিয়ে তিনি আলোকপাত করেননি। সংস্কৃতির ধারক-বাহক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কথা বলা আর সাগর কিনারায় বসে বসে বালুকণা গোনা -- একই কথা! দুটোরই শেষ নাই - অসীম অনন্ত! কাগজ আর কলম নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই মনে হয়, তিনি তো আগেই এসব লিখে গেছেন! আমাদের স্পর্ধা তখনই মাথা নত করে শান্ত হয়ে যায় হয়ে যায় স্থবির। ঋষি তুল্য কবি তাঁর অমর লেখনিতে আমাদের জীবন ধারনের রসদ জুগিয়ে গেছেন দিয়ে গেছেন এগিয়ে যাওয়ার প্রেরনা। ঐ একটি মানুষের প্রেরণায় কোটি কোটি মানুষ এগিয়ে চলেছেন অসীমের দিকে সত্য ও সু ন্দরের অন্বেষনে। মানবের মনে ধ্রুব তারার মতোই তাঁর আসন চিরকালের জন্য পাতা হয়ে গেছে। ১৩৪৮ সালের বাইশে শ্রাবণ মানব জাতিকে কাঁদিয়ে খোয়াই নদীর তীরে শান্তিনিকেতনের তপোবনে অমৃতলোকে চলে গেলেন ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ রেখে গেলেন তাঁর অমর সৃষ্টি। বলে গেলেন- 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।' মৃত্যু দিবসে তাঁর প্রতি আমাদের হার্দিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। গল্প, গান, কবিতায় বাইশে শ্রাবন পালন করলো সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালযের শিশু সংসদ ও ছাত্র ছাত্রীরা। মঙ্গলবার বিদ্যালযের সহজপাঠ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়.বিশ্বকবি রবীঃদ্রনাথ ঠাকুরের ৮ ২তম প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান। বিদ্যালযের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকতাপস মণ্ডল শিক্ষক অমরেশ মণ্ডল ও শিক্ষিকা শম্পা রানী মহতা মান্নাসহ অর্পণআ শীট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শিশু শিক্ষার্থীরা কবিতা আবৃত্তি ও সমবেত সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ স্মরনের সাথে সাথে ভারতছাড়ো আন্দোলনের ৮১বর্ষপূর্তি স্মরনে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল মহাশয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯আগষ্টঃমঙ্গলবার, ২৩শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৩ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৮৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন।

বৃষভ রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। সংসারে শান্তি হবে।

মিথুন রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। সংসারে শান্তি।

কর্কট রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। শুভদিন

সিংহ রাশিঃআপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম ।

কন্যা রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

তুলা রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।

বৃশ্চিক রাশিঃকোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

ধনু রাশিঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। শুভদিন ।

মকর রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের

কুম্ভ রাশিঃআবেগের দিক থেকে আপনি খুব একটা স্থিতিশীল থাকবেন না-কাজেই অন্যদের সামনে আপনি কিভাবে ব্যবহার

মীন রাশিঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং

মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের ১৮ দিন পর হাট মালিক বলে দাবি করা শান্তিরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ আগস্ট ঃ মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ১৮ দিন পর গ্রেপ্তার হলেন নিজেকে হাট মালিক বলে দাবি করা শান্তিরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি।পোড়া হাটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর বিরুদ্ধেই চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছিলেন পোড়া হাটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার আঠারো দিন পর সোমবার রাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। সিআইডি'র হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তভার দিয়েছিলেন। সিআইডি তদন্তে নেমে শান্তিরঞ্জন দে'কে সোমবার গ্রেপ্তার করে। ধৃত শান্তিরঞ্জন দে'র বাড়ি সল্টলেকের মহিষবাথানে। সোমবার রাতে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পোড়া হাটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর হাট ব্যবসায়ীরা শান্তিরঞ্জনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তুলেছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরে শান্তিরঞ্জনকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে ১ দিনের সিআইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। বুধবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। ধৃত শান্তিরঞ্জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৩৬, ৪২৭, ১২০বি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে গ্যাস সিলিন্ডার, কেরোসিন ও কেরোসিনের জার উদ্ধার হয়েছে। হাওড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী তারাগতি ঘটক জানান, ধৃত শান্তিরঞ্জনকে ১০ দিনের সিআইডি হেফাজত চাওয়া হয়েছিল। এদিন ১ দিনের জন্য সিআইডি হেফাজত দেওয়া হয়েছে। বুধবার ফের শুনানি হবে।

তার বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ, ষ।যন্ত্র প্রভৃতি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার পোড়া হাটের ব্যবসায়ীরা দাবি করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃে দ্যাপাধ্যায় তাঁর কথা রেখেছেন। একদিকে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাযী়দের পোড়া মার্কেটে বসার দ্রুত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের দাবি মতো মূল অভিযুক্ত শান্তিরঞ্জন দে'কে গতকাল গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন ধন্যবাদ জানান পোড়া হাটের ব্যবসায়ীরা। ধৃত শান্তিরঞ্জন দে'কে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। সে সময় ব্যবসায়ীরা তাঁর শাস্তির দাবিতে স্লোগান দেন। প্রসঙ্গত, হাওড়ার মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ১৮ দিন পর গ্রেপ্তার হলেন নিজেকে হাট মালিক বলে দাবি করা শান্তিরঞ্জন দে। তাঁকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করে সিআইডি। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তাঁকে পেশ করা হয়। শান্তিররঞ্জন দে'র গ্রেপ্তারের ঘটনায় খুশি ব্যবসায়ীরা। এদিন তাঁরা হাওড়া আদালতের সামনে জড়ো হন এবং অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন ও স্লোগান দিতে থাকেন।হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজকুমার সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যা যা বলে আশ্বস্ত দিয়েছিলেন তার প্রতিটির ফল আমরা পাচ্ছি। তিনি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের হাট শীঘ্র খুলবে। আমাদের হাট সোমবার সকাল থেকে খুলে গেছে। এবং ব্যবসায়ীরা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করছে। এছা।াও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন দোষী যেই হোক সে অ্যারেস্ট হবে। সিআইডি তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ করলো যে কে দোষী। তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন। আমরা ধৃতের কঠোরতম শাস্তি দাবি করছি। যদি তাঁর এই ঘটনায় কোনও ভূমিকা থাকে, এরজন্য ৫০-৬০ হাজার হাট ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। তাই ধৃতের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি ব্যবসায়ীরা চাইছেন। তাই আমাদের এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ। আমরা চাইছি যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। আর যেন কোনওদিন হাটে এধরনের কর্মকাণ্ড ঘটাতে না পারে। উল্লেখ্য, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারা সহপশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট, ১৯৫০ আইনে মামলা রুজু হয়েছে। এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে একদিনের সিআইডি হেফাজতে নেওয়া হয়।

মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি, ৮ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার ২২শে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ৮২ তম প্রয়াণ দিবস। এদিন শ্রীরামপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয় শ্রীরামপুর এসডিও অফিস চত্বরে ডেনিস হাউসে। এই উপলক্ষে বেশ কিছু চারা গাছ রোপন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোতে মাল্যদান করা হয় তারপর হয় রবীন্দ্র সংগীত কবিতা পাঠ ও রবি ঠাকুরের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিশু শিল্পীরা সুন্দর কবিতা পাঠ করে অন্যান্য শিল্পীরা অসাধারণ রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অম্বেষা গাঙ্গুলী জানালেন মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দিন অর্থা বাইশে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয় এবং এর সঙ্গে বৃক্ষ রোপন করা হয় এরপর কবিগুরুর ফটোতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করা হয় এই সঙ্গে কবিতা পাঠ ও রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি হয় মহকুমা অফিসের পাশে ডেনিস ভবনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা।

বেহালার পর এবার হুগলি, আবারও দুর্ঘটনার কবলে স্কুল পড়ুয়া

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ আগস্ট ঃ বেহালার পর এবার হুগলি। আবারও দুর্ঘটনার কবলে স্কুল পড়ুয়া। এবারও বেপরোয়া লরির ধাক্কা। দুটো লরির মাঝে পড়ে যায় বাবা ও পড়ুয়া । ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা এবার হুগলির ডানকুনিতে। ডানকুনির কালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু তীর্থ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ও তার বাবা দেবাশিস বেরার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সাড়ে দশটা নাগাদ কালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু তীর্থ স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে বাইকে চণ্ডীতলায় গরলগাছার বাড়িতে ফিরছিলেন বাবা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কালীপুর মোড়ে দুটি লরির মাঝে পড়ে যায় বাইকটি। দুর্ঘটনার পর ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বাবা- মেয়েকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ছাত্রীটি সুস্থ থাকলেও তার বাবা দেবাশিসের আঘাত গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। দু'জনকেই কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে কালীপুর মোড় সবসময়েই ভিড় থাকে। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে না। ওই এলাকায় এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্কুল ছাত্রীর দুর্ঘটনার এক ঘণ্টা পরই আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে ওই একই জায়গায়। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি প্রাইভেট গাড়িও। এ বিষয়ে হুগলি জেলা পূর্ত ও পরিবহন দফতরের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, দুর্ঘটনার পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছাত্রীটি সুস্থ রয়েছে, তবে বাবার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ট্রাফিফ ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে। তবে কালীপুর মেড়ের মাটির অবস্থা খুব একটা ভাল না হওয়ার কারণে বার বার মেরামত করার পরও ওই এলাকাটি ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকে। তবে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঠিক গত শুক্রবার ভোরেই বেহালার চৌরাস্তায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সৌরনীল সরকারের। গোটা বাংলাকে এই দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর বাবা এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিসাধীন। তারমধ্যে এদিন সকালে হরিদেবপুরেও দুর্ঘটনায় আহত হয় দ্বিতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়া।

মৎস্যজীবীদের কিউ আর কোড যুক্ত পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ মৎস্যজীবী বন্ধু প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত সাত লক্ষ্যের বেশি মৎস্যজীবীর নাম নথিভুক্ত করে তাদের কিউ আর কোড যুক্ত পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী এবং আড়াই লক্ষের বেশি সামুদ্রিক মৎস্যজীবী রয়েছেন। রাজ্যের মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে আট মাসের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাদের তথ্যপঞ্জি তৈরির কাজ সরকার শেষ করেছে বলে মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী জানিয়েছেন। তিনি জানান, ওই প্রকল্পের আওতায় ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে কোনও মৎস্যজীবীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ৯ টি পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গত বছর থেকে শুরু হওয়া মৎস্যজীবীদের ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৩২০০ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ওই ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে মৎস্যজীবীরা স্বল্প সুদে দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। এই ঋণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেশি সংখ্যক ব্যাঙ্ককে যুক্ত করতে মৎস্যদফতর লাগাতার আলোচনা চালাচ্ছে।

সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন গোরখপুরে থামবে

গোরখপুর, ৮ অগাস্ট ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে গোরখপুর ক্যান্ট স্টেশনে হয়ার্ড পুনর্নির্মাণ এবং তৃতীয় লাইনের কাজ করার জন্য রেল প্রশাসনের দেওয়া ব্লকের কারণে, সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন ২১ আগস্ট, ২০২৩ থেকে গোরখপুরে থামবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্টেশনে ক্যান্ট দেওয়া হবে না। গোরখপুর ক্যান্ট স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং তৃতীয় লাইনের কাজ করার জন্য দেওয়া ব্লকের কারণে, পরবর্তী নির্দেশে না দেওয়া পর্যন্ত ২১ আগস্ট, ২০২৩ থেকে গোরখপুর ক্যান্ট স্টেশনে থামানো কোনও যাত্রীবাহী ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হবে না। স্বল্প পরিসমাপ্তি-১৯৪৮৯ আহমেদাবাদ-গোরখপুর এক্সপ্রেস ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে আহমেদাবাদ ছেড়ে গোরখপুরের পরিবর্তে ভাটনিতে ১৫.৫৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে ।

পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোতে ফুটফলের বিশাল বৃদ্ধি(সবুজ লাইন)

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো (গ্রীন লাইন) কয়েক বছর ধরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত প্রসারিত, এই করিডোরের বর্তমান অপারেশনাল প্রসারণ, শহরতলির এবং শহরের যাত্রীদের শিয়ালদহ থেকে সল্টলেকের যে কোনও অংশে কোনও ঝামেলা ছাড়াই পৌঁছানোর জন্য মেট্রো পরিষেবা পেতে সক্ষম করে তুলেছে। এমন মসৃণ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যা মূল্যবান সময়ও বাঁচায়, এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ। ফলস্বরূপ, গত অর্থবছরের (২০২২-২৩) একই সময়ের তুলনায় এই অর্থবছরের (২০২৩-২৪) প্রথম চার মাসে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোতে পদচারণা বহুগুণ বেড়েছে। ০১.০৪.২০২৩ থেকে ৩১.০৭.২০২৩ পর্যন্ত, পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো ৩৬.৯৭ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে যা আগের অর্থ বছরের একই সময়ে ৬.৮৯ লক্ষ যাত্রী বহন করেছিল। এটি গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪৩৬ বেশি। জুন এবং জুলাই '২৩ মাসে, মাসিক যাত্রী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯.১৬ লাখ এবং ১০.০৯ লাখ। জুন এবং জুলাই '২২-এ এই যাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ০.৬১ লক্ষ এবং ৫.৩০ লক্ষ। এর অর্থ হল এই বছরের বর্ষার দুই মাসে তুলনামূলক পদফলের পরিমাণ বেড়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৪.০৭.২০২২ তারিখে শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন খোলার পরে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোতে লোক সমাগম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা এবং সল্টলেকের পরিবহনের সবচেয়ে সস্তা এবং দ্রুততম মাধ্যম হওয়ায় যাত্রীরা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোকে বেছে নিয়েছেন। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র কলকাতা মেট্রোতে তাদের বিশ্বাস রাখার জন্য সমস্ত যাত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এই বছরের শেষ নাগাদ হুগলি নদীর নীচে এই করিডোরের হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড প্রসারিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

কোন্নগরের অধ্যাপিকার গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু এলাকায় শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ৮ আগস্ট ঃ প্রথমে ট্রেনেই যাতায়াত করতেন। তবে লকডাউনের সময় ট্রেন বন্ধ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছিল কোন্নগরের অধ্যাপিকা নন্দিনী ঘোষের। এরপরই ২০২১ সালে তিনি গাড়ি কেনেন। এরপর কখনও একা, কখনও আবার দু' একজন সহকর্মীর সঙ্গে গাড়িতেই যাতায়াত করতেন মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই গাড়িই হয়ে উঠল প্রাণঘাতী। সোমবার রাতে সেই গাড়ির ভিতর থেকেই রক্তমাখা নন্দিনীকে উদ্ধার করে পুলিশ। সঙ্গে তাঁর সহকর্মী মিশা রায় ও গাড়ির চালক বিশ্বজিৎ দাসেরও দেহ উদ্ধার হয়। মেয়ের এমন পরিণতি এখনও বিশ্বাসই করতে পারছে না ঘোষ পরিবার। হুগলির গবেষক-অধ্যাপক নন্দিনী ঘোষ। ২০১৮ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্সটিটিউট থেকে গবেষণা করেন। ১০ বছর ধরে অধ্যাপনা করছেন তিনি। শ্রীরামপুর কলেজ থেকে অধ্যাপনার শুরু। এরপর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু করেন। নন্দীর বাবা সুদীপ ঘোষ প্রাক্তন আইএএস

অফিসার। সুদীপবাবু জানান, প্রতিদিনই সকাল ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোতেন নন্দিনী। রাত ৮টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতেন। সোমবারও বিকেল ৫টা নাগাদ মা স্বাগতা ঘোষকে হোয়াটসঅ্যাপে নন্দিনী লিখেছিলেন, ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ৮ টা বেজে গেলেও মেয়ে ঘরে ফেরেননি। ফোনেও যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। এরপরই ঘর-বার শুরু করেন বাড়ির লোকেরা। সুদীপ ঘোষ লালবাজারে পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগও করেন। পরে উলুবেড়িয়া থানার সেকেন্ড অফিসার নন্দিনীর ফোনটি রিসিভ করেন। তিনিই দুর্ঘটনার বিষয়ে জানান। সোমবার রাতে কুলগাছিয়া উড়ালপুলের উপর ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। কোলাঘাটগামী একটি ট্রেলার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নন্দিনীর গাড়িতে ধাক্কা মারে। নন্দিনীর গাড়িতে ছিলেন মিশা। তিনিও অধ্যাপিকা। দু'জনই মারা যান ঘটনাস্থলে। মৃত্যু হয় গাড়ির চালক বিশ্বজিতেরও। কোন্নগর করাতিপা।ায় বাড়ি নন্দিনীদের। তাঁদের এক প্রতিবেশী শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাতেই পাড়ায় খবর এসেছে। তিনজনের একইসঙ্গে মৃত্যু। মর্মান্তিক! ভাবতেই পারছি না। মেয়ে বেরোনোর আগে বাবাকে দেখতাম টিফিন এগিয়ে দিচ্ছেন। নন্দিনী দেশ-বিদেশ থেকে অনেক সম্মান পেয়েছেন। ও আমাদেরও গর্ব ছিল।

'সব পড়ুয়াকে বাংলা ভাষাকেই প্রথম ভাষা হিসাবে নিতে হবে এমন নয়'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ রাজ্যের নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী সব পড়ুয়াকে বাধ্যতামূলক বাংলা পড়তে হলেও তারা নিজেদের পছন্দ মত বিষয়কে প্রথম ভাষা হিসাবে বেছে নিতে পারবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ কবিগুরুর প্রয়ান বার্ষিকীতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সাংবাদিকদের বলেন, নতুন শিক্ষানীতি মেনে সব পড়ুয়াকে বাংলা ভাষাকেই প্রথম ভাষা হিসাবে নিতে হবে এমন নয়। মনে করলে নেপালী, রাজবংশী, উর্দূ, অলচিকির মত ভাষাকেও পড়ুয়ারা প্রথম ভাষা হিসাবে বেছে নিতে পারবেন বলে তিনি জানান। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা বাছার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনজাতির প্যাটার্নের উপরে নির্ভর করবে। রাজ্যের শিক্ষানীতি স্কুলের ক্ষেত্রে পর্ষদ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কার্যকর করবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। এই নিয়ে প্রথমে গেজেট নোটি ফিকেশনের পরে বিল তৈরি করা হবে বলেও ব্রাত্যবাবু জানিয়েছেন।

কড়া পুলিশ পাহারায় জয়নগরের সাতটি পঞ্চায়েত গঠন করা হলো

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের কাজ। আর সেই মতো সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও আগেই জারি করা হয়। কোনো রকমের অশান্তি এড়াতে এদিন তাই প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর পুলিশ নিয়োগ করা হয়। এদিন জয়নগর ১ নং ব্লকের উওর দূর্গাপুর, দক্ষিন বারাসাত, হরিনারায়নপুর ও শ্রীপুর পঞ্চায়েত এবং জয়নগর ২ নং ব্লকের ময়দা,মায়াহাউড়ি ও বাইশহাটা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করা হয়। সব গুলো পঞ্চায়েতেই তৃনমূল কংগ্রেস গঠন করে। উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন আম্বিয়া বিবি লস্কর,উপপ্রধান সাহারুল্লা মনি গাজী। দক্ষিন বারাসাতে প্রধান জয়ন্তী হালদার ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন গিয়াসউদ্দিন লস্কর, শ্রীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান হন মেহেরুন্নসা ও উপ প্রধান রীনা পাইক, হরিনারায়ণপুরের প্রধান হন সুজাউদ্দিন সেখ ও উপ প্রধান অর্পণা মন্ডল। ময়দা পঞ্চায়েতের প্রধান হন মানু মন্ডল ও উপপ্রধান আবদুল রহিম মোল্লা, মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান হন আজিজুল লস্কর ও উপপ্রধান হন মাধবী হালদার এবং বাইশহাটা পঞ্চায়েতের প্রধান হন মানসুরা গাজী ও উপপ্রধান হন বাবুলাল নাইয়া।

সল্টলেকে নতুন বই বিপণি স্টোরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সব্যসাচী দত্ত, সংস্থার কর্ণধার সিদ্ধার্থ পানসারি, ফিরহাদ হাকিম ও অরিন্দম শীল।
ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

দুই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পুনপুয়া থেকে ধৃত এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ জয়নগর থানার পুনপুয়ার

প্রতিবেশি দুই নাবালিকাকে মোবাইলে অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে বহু দিন ধরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পুনপুয়ার বাড়ি থেকে ধৃত এক জনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সোমবার পুনপুয়ার ঐ দুই নাবালিকার পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগের পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ পুনপুয়ার বাড়ি থেকে গৌতম মন্ডল অরফে লালটুকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ও ঐ দুই নাবালিকার পরিবারের তরফে জানা যায় দীর্ঘ দিন ধরে সম্পর্কে নাতনি হওয়া দুই প্রতিবেশি নাবালিকাকে বাড়িতে ডেকে দিনের পর দিন মোবাইল ফোনে অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করতো। এবং তাদেরকে বাড়িতে এই ঘটনা জানালে মারধরের ভয় দেখাতো। গত রবিবার প্রতিবেশীদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা হাতে নাতে ঐ ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এবং তাঁর পরে তাঁর কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয়। এবং সোমবার জয়নগর থানায় এসে ঐ ব্যক্তির নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। আর তার পরেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় ঐ যুবক। যৌন নির্যাতনের স্বীকার হওয়া দুটি নাবালিকার বয়স আট ও নয় বছর। আর ধৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছর। জয়নগর থানার পুলিশ ঐ দুই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। আর মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে ধৃতকে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

এগিয়ে আসছে গঙ্গা আর তার জেরেই বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল

দুরন্ত বার্তা, বৈদ্যবাটি, ৮ আগস্ট ঃ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে গঙ্গা। আর তার জেরেই বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘটনা হুগলির বৈদ্যবাটির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবংশী পাড়ার। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি। রাজবংশী পাড়ায় গঙ্গার পাড়ে শতাধিক পরিবারের বাস। তাদের মধ্যে অনেকেই মৎস্যজীবী। বাণ এলেই ফুলেফেঁপে ওঠে গঙ্গা। তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় গঙ্গার পাড়ে থাকা ওই বাড়িগুলি। ইতিমধ্যে সাত থেকে আটটি বাড়ি ভাঙনের ফলে তলিয়ে যেতে বসেছে বলে দাবি। যে ভাবে ভাঙন শুরু হযেছে তাতে একটু একটু করে পাড় ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ ফুটের নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। গঙ্গার পাড় ভাঙনের ফলে ঘাটে থাকা বাড়িগুলোতে ফাটল ধরেছে। শুধু বাড়িই নয়, গঙ্গার পাড়ে থাকা বড় বড় গাছও তলিয়ে যাচ্ছে। বিপদজনক হয়ে উঠেছে বাড়িগুলি। ঝুঁকি থাকলেও বাধ্য হয়ে তাতেই চলছে বসবাস। খবর পেয়ে মঙ্গলবার ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি ঘুরে দেখলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। যদিও এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বিগত বেশকিছু বছর ধরে পরিস্থিতি একই অবস্থায় রয়েছে। বরং দিন দিন যেভাবে গঙ্গার ভাঙন বাড়ছে তাতে তীরবর্তী গোটা অঞ্চলটাই তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের। স্থানীয়দের বাদি, একাধিকবার বিভিন্ন অধিকারিক এলাকা পরিদর্শন

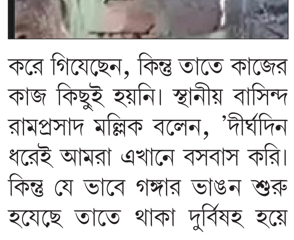

করে গিয়েছেন, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দ রামপ্রসাদ মল্লিক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এখানে বসবাস করি। কিন্তু যে ভাবে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ পরিবার মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। গঙ্গায় বাণ এলে শুধু বাড়িগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, নৌকারও ক্ষতি হয়। মঙ্গলবার বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান এসেছিলেন। এর আগে বিধায়ক এসেছিলেন, এসডিও এসেছিলেন, বারংবার আসছেন আর যাচ্ছেন, কিন্তু আমরা কোন সুরাহা পাচ্ছি না। আমরা বৈদ্যবাটি পুরসভাকেও জানিয়েছিলাম। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা হোক।' দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস। পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত বলেন, 'পার্শ্ববর্তী যে ঘাটগুলি রয়েছে সেগুলি গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যায়। তখন আমরা পুরসভা ও বিধায়ক মিলে সেচ দফতর এবং কেএমডিএ -কে চিঠি করি। তারা ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন যা অবস্থা তাতে অস্থায়ীভাবে রোধ করা না গেলে, সাতটি বাড়ি যে কোনও সময় জলের তলায় তলিয়ে যেতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব বাঁশ, ইট দিয়ে ওই জায়গাটির ভাঙন যাতে রোধ করা যায় তার ব্যবস্থা করছি। প্রয়োজনে মন্ত্রী, বিধায়করা মিলে সেচ দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো, যাতে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করা যায়। গঙ্গার পাড়ে যে সমস্ত পরিবারগুলি রয়েছে তারা দিন আনে দিন খাওয়া, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই তাদের অন্যত্র সরে যেতে বললে হবে না। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে সেচ দফতরকে।'

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (C), Br.-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No.: KMC/IX/077/025/2023-2024
Name of Work: **Construction of Sanitary Latrines and Urinals at 25 Pally Park in Ward No.-77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,99,500.17**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.
(2) NIT No.: KMC/IX/077/012/2023-2024
Name of Work: **Development of Civic Amenities of Bustee at 7/H/2, Ekbalpore Road in Ward No.-77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,99,974.64**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last Date and Time of submission of Bid: **19.08.2023 – 12.00 Noon**. Tender will be opened on: **21.08.2023 – 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2)

The **E.E. (E)/Ltg./Z-I/Br.-II, KMC** invites E-tender online percentage bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/208/WD-15/BR-II/Z-I/23-24
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Simla Road, Nerode Bihari Road and different places in Ward No.-15 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **1,99,207.61**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.
(2) NIT No.: LTG/210/WD-16/BR-II/Z-I/23-24
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Bidhan Sarani, Peari Row and different places in Ward No.-16 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **1,98,881.77**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.
(3) NIT No.: LTG/211/WD-16/BR-II/Z-I/23-24
Name of Work: **Supply and delivery of LED street light at Dinobandhu Mitra Lane, Chandibari Street and different places in Ward No.-16 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,97,713.67**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(4) NIT No.: LTG/215/WD-17/BR-II/Z-I/23-24
Name of Work: **Improvement of street lighting arrangement at Nayan Chand Street and other places in Ward No.-17.** Estimated Amount: ₹ **1,98,938.85**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date of submission of Bid: **19.08.2023 (1 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **07.08.2023 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-VI, KMC** invites tender online two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/125/08/23-24
Name of Work: **Replacement damaged fittings and cable at Chittaranjan Das Park back side of 3A Bus Stand in Ward No.-125.** Estimated Amount: ₹ **2,95,800.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.08.2023, 12 Noon**. Technical Bid open date: **19.08.2023, 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **D.G. (Civil), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XI/111/017/2023-2024/R
Name of the Work: **Maintenance of road by laying Hot- Mix (disturbed by W/S Deptt.) at different places viz. Brahmapur south end, Subhashpally, Pragati Park etc. in Ward No.-111, Br.-XI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,63,039.58**. Earnest Money: ₹ **5,300.00.** Period of Completion: **30 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **24.08.2023 – 12 Noon**. The Tender will be opened on: **26.08.2023**. The bid forms and other details are available on and from **14.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **OSD & Ex-Officio DG (TP&DD/TNP), KMC** invites e-tender/quotation online Expression of Interest of lower bidder for following work:
NIT No.: KMC/TNP/34/2023-2024
Name of Work: **Installation of Fencing along the Bank of Tolly's Nullah from Bansdroni Bridge to Rajib Gandhi Statue - 12 Adi Ganga Road on pollution abatement works in Ward No.-112 under KMC.** Estimated Value: ₹ **2,72,124.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid (Online): **21.08.2023 upto 11.30 a.m.** Bid submission start date (Online) on **11.08.2023 (11.30 a.m.).** Bid opening date and time for technical proposal (Online): **23.08.2023 at 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2023 (11.30 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **DG (Sewerage & Drainage), KMC** invite e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/S_D/RAJDANGA/8/23-24 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of 372 LPS capacity Submersible Pump Unit No.-2 with replacement of damaged components at Rajdanga Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Quoted Amount**. Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **10 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.08.2023 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc. the same website has to be seen.

The **Dy. C.E. (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/RRD/08/23-24
Name of Work: **Repairing and overhauling of Roller No. OC-22 (Jessop make 5-6 Ton capacities) at Road Roller Deptt.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.08.2023, 3 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal (online): **28.08.2023, 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.08.2023, 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/S_D/CHAK/E/09/23-24 (1st Call)
Name of Work: **Rewinding of stator with heat varnishing of burnt out Submersible Motor of Pump Unit No.-1 including replacement of broken bearing & mechanical seals at Chakgaria Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **14 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **17.08.2023 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(550/23-24)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫০ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০

হুঙ্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্পাদকীয়

কংগ্রস দলের দিকে তাক করে আবার হুঙ্কার দিতে শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি এবার জোর গলা করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেস দলই দেশটাকে আগে বিদেশের কাছে বেচে দিয়েছে। তারা আমেরিকার কাছে হাত পেতেছিল খাদ্য গ্রহণ করতে। রাশিয়ার কাছে হাত পেতে ছিল টাকার জন্য। ব্রিটেনের কাছে স্বাধীনতা পেতে হাত পাততে শুরু করে দিয়েছিল। তবে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বলে মোদি বিশ্বাস করেন। প্রধানমমন্ত্রী 'জোট ইণ্ডিয়া'কে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মহাত্মা গান্ধি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে ছিলেন ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করতে। এবার কংগ্রেসকে ভারত ছাড়া করতে হবে। তার জন্য বিজেপি দল একক শক্তি নিয়ে লড়াই করবে বা জোট করে লড়াই করবে। জাতীয় হ্যাণ্ডলুম দিবসকে দেশের স্বদেশি দিবস বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কংগ্রেস চিনের সঙ্গে সখ্যতা করতে গিয়ে চিন ভারতের বেশ কিছু অংশ কেড়ে নিল। তারপরে পাকিস্তানকে কাশ্মীরের কিছু অংশ পাইলে দিল কংগ্রেস। পাকিস্তান সেনারা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে অধিকার করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু চুপ করে বসেছিলেন। যখন কাশ্মীরের বেশ কিছুই অংশ পাকিস্তান দখল করে নিল তখন খেয়াল হলো যে কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার আগে কোনও খেয়াল ছিল না কংগ্রেসে নেতাদের। তারা তখন গদি পেতে মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কাশ্মীর ভারতে অঙ্গ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের একটি রাজ্য পতাকা ছিল। কোনও রাজ্যের স্বতন্ত্র পতাকা নেই। কিন্তু কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পতাকা ছিল। সংবিধানে ওপরে ভিত্তি করে কাশ্মীর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য শক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে রাখতে অলিখিত টাকা দেওয়া হতো। সেই সব টাকার লেনদেন মোদি আসার পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। কাশ্মীর যেহেতু একটি অতি স্পর্শকাতর এলাকা সেই কারণে কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অধীনস্থ করে রাখতে চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভারত থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। পরিবারতন্ত্রকে বিদায় দিতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন করে জ নগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। পরিবারতন্ত্র এবং তোষণ নীতি বন্ধ করতে হবে। রাহুল গান্ধি সংসদে ফিরে আসার ফলে তাঁকে বিদ্ধ করে আরও বেশি করে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন মোদি সেটা পরিস্কার হয়ে গেল। সংদের মধ্যে কংগ্রেস দলের দুর্নীতি নিয়ে সোচ্চার হবেন প্রধানমন্ত্রী। কয়লা কাণ্ড থেকে শুরু করে কমনওয়েলথ এবং টেলি কেলেঙ্কারী করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছিল ইউপিএ নেতারা। সেই সব টাকা কোথায় গেল তার উত্তর খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেন মোদি। এই সব দুর্নীতে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে দিলেন মোদি। কংগ্রেস দলের দিকে তাক করে প্রধানমন্ত্রী হরিয়ানায় বলেছেন কংগ্রেস দল এখনও বুঝতে পারেনি পঞ্চায়েত রাজ এর কেন গুরুত্ব বেশি। জেলা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ভাগ্যের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি করার ফলে সেখানে পঞ্চায়েত রাজ শুরু হয়েছে। ৩৩ হাজার স্থানীয় গ্রাম জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

'এশিয়া শতাব্দী' শুরু করবে ভারত এবং চিন

ভারত এবং চিন যৌথভাবে 'এশিয়া শতাব্দী' শুরু করবে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। ভারতের বিদেশন্ত্রীর কথাকে স্বাগত জানিয়েছে চিন সরকার। লাদাখ এবং তিব্বত সীমান্তে চিন সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের সীমান্ত সংঘর্ষ রয়েছে। তবুও তার মধ্যে থেকে ভারতের বিদেশে মন্ত্রী জয়শঙ্কর আশা প্রকাশ করেছেন যে এশিয়াতে নতুন সূর্যের উদয় ঘটবে ভারত এবং চিনের যৌথ প্রচেষ্টায়। তারই সূচনা হতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপ এখন আর বিশ্বের কাউকে পথ দেখাতে পারছে না। তারা এখন যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তাদের কাছ থেকে মানব সভ্যতা বিকাশের কোন সূত্র পাওয়া একোবরে অসম্ভব হচ্ছে। আগামি দিনে বিরোধ ভুলে গিয়ে যদি ভারত এবং চিন হাত মিলিয়ে চলে তাহলে নতুন শতাব্দী এশিয়াতে এসে উপস্থিত হবে। জাপানকেও এর সঙ্গে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন বলেছিলেন এশিয়ার এশিয়াবাসীদের জন্য। সেই পথ ধরে এগোনোর সময় এসে গিয়েছে। এখন আর ইউরোপের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। এশিয়াবাসীদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সমানের দিকে পথ ধরে এগোতে হবে। এশিয়ার ভাগ্য এশিয়াবাসীদের হাতেই রয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার কেউ এশিয়ার উন্নতির জন্য এগিয়ে আসবে না। এশিয়ার উন্নতি করতে গেলে এশিয়াবাসীদের সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। এদিন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের কথায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছে চিন সরকার। চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে বৈঠকে এশিয়ার শতাব্দী শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন প্রাক্তন চিনের রাষ্ট্রনায়ক দেং জিয়া পিং। চিনের একজন রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, চিন এবং ভারতের উন্নতি না হলে কিন্তু 'এশিয়া শতাব্দী' আসবে না। প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের ব্যবহারের দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভারত এবং চিনের উন্নয়নশীল অর্থনীতি। সেই কারণে বিরোধ কমিয়ে এখন মিলনের সেতু রচনা করতে হবে। ইউরোপ কোনও কালেই এশিয়ার দেশগুলির উন্নতি চাইবে না। তারা এশিয়াকে ব্যবহার করবে নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে। এশিয়ার দেশগুলি যত দুর্বল থাকবে ততই ইউরোপ এবং আমেরিকার লাভ। এবার সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। এশিয়ার দেশগুলিকে এখন মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এশিয়ার শতাব্দীকে কার্যকর করতে চিন এবং ভারতকে এক যোগে কাজ করতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

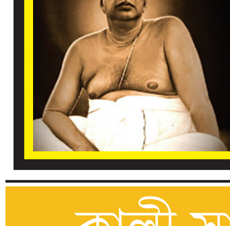

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তারাপীঠের মায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে শক্তি অর্জন করার জন্য। মা তারা পুজো করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে পুড়জোর মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ।

ইতিহাস ভিত্তিক রোমান্টিক কাব্য 'পদ্মাবতী'

রবীন্দ্র কুমার শীল

ইদানিং 'পদ্মাবতী' নিয়ে যখন সারা দেশ জুড়ে একেবারে হইচই পড়তে যখন শুরু করে দিয়েছে তখন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে 'পদ্মাবতী' কাব্য কাহিনীটি একেবারে কাল্পনিক। এর কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। রানি পদ্মাবতী চরিত্রটির মধ্যে কোনও ইতিহাসের সারবস্তু নেই যা নিয়ে আমাদের এতো চিৎকার করতে হবে। বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমন্বয়ে পদ্মাবতী কাব্য কাহিনী গড়ে উঠেছে। কল্পনাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জায়সীর কাব্যের সঙ্গে আলাওলের কাব্যের কোনও মিল নেই। একেবারে বলা যেতে পারে বিপরীত। যদি মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র থাকলেও দুটি রাজ্যে দুই রকম ভাবে পদ্মাবতী প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর প্রদেশের জায়সীর 'পদুমাবৎ' আর বাংলার আলাওলের 'পদ্মাবতী' একেবারে ভিন্ন। তিনি আরও বলেন, যখন আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করেন তখন পদ্মাবতী বলে কোনও চরিত্রের কোথাও উল্লেখ নেই। আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের প্রায় ২৫০ বছর বাদে মালিক মুহম্মদ জায়সী 'পদুমাবৎ' রচনা করেছিলেন। পদ্মাবতী মূলত কাব্যের চরিত্র। চিতোরের রাজ তালিকায় রাজা রতন সিং বলে কোনও রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। মেবারের রাজা রতন সিং সিংহলের পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। রোমান্টিক কাব্য রচনার তাগিদে পদ্মাবতী চরিত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তবে যুগের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে কাব্যের মিল দেখা যায়। রাজনৈতিক চিহ্নও চোখে পড়ে। পদ্মাবতী কাহিনীকে পুরোপুরি ঐতিহাসিক কাব্য বলে একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং উপ ঘটনার মূল কাব্যের সঙ্গে পরবর্তীকালে লিখিত আকারে জুড়ে গিয়েছিল কিনা তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না। যেমন রামায়ণ এবং মহাভারতের মূল কাব্যের সঙ্গে বহু উপ কাহিনী পরবর্তীকালে জুড়ে গিয়েছিল। বাল্মিকীর রামায়ণের সঙ্গে পরবর্তীকালের রামায়ণের কোনও রকমভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাভারত কাব্য বিশাল আকার ধারন করেছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বহু কবিরা তাদের নিজেদের মতো করে মূল মহাভারতের মধ্যে বহু অলিখিত কাল্পনিক ঘটনার প্রবেশ করিয়েছেন। মধ্য যুগের প্রায় অধিকাংশ কাব্যই বিক্ষিপ্ত। মূল কাব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহু কল্পনাভিত্তিক উপকাহিনীর প্রবেশ করিয়ে কাব্যের রূপ- রস- রং-কে রঞ্জিত করেছে। জায়সীর 'পদুমাবৎ' এবং আলাওলের 'পদ্মাবতী' সেই দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। পদ্মাবতী কাব্যকে পুরোপুরি ঐতিহাসিক কাব্য না বলে ইতিহাস আশ্রিত কল্পনা রঞ্জিত কাব্য বলতে কোনও বাধা নেই। এখন ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পদ্মাবতী নিয়ে প্রচুর লেখালেখি চলছে। রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ চলছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পদ্মাবতী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ। আমরা এই

প্রসঙ্গটাকে একেবারে বাদ দিয়ে পদ্মাবতীর কাব্যচর্চার রস সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। কাব্যচর্চার মান নির্ণয় করতে চাই। এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। তবে যে যুগে পদ্মাবতী রচিত হয়েছিল সে যুগে লোক মুখে পদ্মাবতী কাহিনী লোক সঙ্গীত হিসাবে প্রচলিত ছিল। যেমন আমাদের 'ময়মনসিং গীতিকা' বা 'লোর চন্দ্রাণীর কাহিনী'। পরে কবিরা এই লোক থিকাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারতের মূল কাব্য রচিত হওয়ার পর বহু উপ কাহিনী পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। এতে মূল কাহিনীর রূপরস বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়। পদ্মাবতীর ঘটনা বাস্তব না অবাস্তব তা নিয়ে কিন্তু কবিরা মাথা ঘামায়নি। তার একটি প্রেম কাহিনীকে কাব্যের রূপ দিয়ে কবি নিজেদের খ্যাতি অর্জন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কবি খ্যাতি পাওয়াই ছিল পদ্মাবতী রচিত কবিদের মূল লক্ষ্য। 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনার ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য লাভ করেন মহম্মদ জয়সী। উত্তর প্রদেশের আমেঠির জয়স গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। শের সাহের আমলে কবি মালিক মহম্মদ জয়সী। তিনি যে পদ্মাবতী রচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে বহু উপকাহিনী নিয়ে তৈরি করেছিলেন আরাকান রাজসভার কবি আলাওল। 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করে দুইজন কবি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রথম জন হচ্ছেন মহম্মদ জায়সী এবং দ্বিতীয় জন হচ্ছেন আরাকান রাজসভার কবি আলাওল। দুই জনেই সুফি সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। মহম্মদ জয়সী ছিলেন জনপদের কবি। সাধারণ সমাজের মধ্যে বসবাস করে তিনি 'পদুমাবৎ' কাব্য রচনা করেছিলেন। আর একজন রাজসভার বসে রাজাকে মুগ্ধ করতে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেছিলেন। রাজস্থানের লোক কাহিনী বাংলাদেশ তথা উত্তর প্রদেশেও এসে উপস্থিত হয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে দিল্লির সম্রাটের নাম এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া। মধ্য যুগে যখন অধিকাংশ কবিরা ধর্মাশ্রয়ী কাব্য রচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন সুফি সম্প্রদায়ের কবিরা রোমান্টিক কাব্য রচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা প্রচলিত ধর্মের উপরে মানব প্রেমকে স্থান দিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। যার ফলে সেই সময়ে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জুলেখা', সাবিরিদ খানের 'হানিফা ও কয়রা পরী', এবং 'বিদ্যাসুন্দর' দোনাগাজির 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল', বাহরাম খানের 'লাইলী-মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মনোহর মধুমালতী', মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদসংবাদ এবং 'হানিফার লড়াই', আব্দুল হাকিমের 'লালমতি সয়ফুল মুলক বদিউজ্জমাল', মগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' দৌলতকাজীর 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রাণী' এবং আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি রোমান্স কাহিনী কাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এই সব কাহিনী লোক কাহিনী হিসাবে আগে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। মধ্য যুগের ফকিরেরা এই সব গল্প বলে ভিক্ষা পর্যন্ত করতো। লোক সমাজে প্রচলিত কাব্য কাহিনীকে কাব্যের রূপ দিয়েছেন সুফি সম্প্রদায়ের কবিরা। বাংলা সাহিত্যে কবি জয়দেব প্রথম রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রোমান্টিক কাব্য। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিদ্যাপতির 'রাধাকৃষ্ণ পদাবলী', চৈতন্যদেবের উৎসাহে রচিত বৈষ্ণব পদাবলিকাররাও রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রোমান্টিক কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। ভগবানকে একেবারে মানব মানবী বলে স্বীকৃতি দেওয়ার তত্ত্ব খুঁজে বের করলেন কবিরা। ঐশ্বরিক প্রেমকে একেবারে মানবিক প্রেম বলে বর্ণিত করা হলো। ঠিক তেমনি সুফি সম্প্রদায়ের কবিরা যেসব রোমান্টিক কাব্য রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে প্রেম তত্ত্বের ঈশ্বর দর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে। কোনও সংস্কার-আচার নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামি নয়, এক আশ্চর্য হৃদয়গত প্রেমাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিরা এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী কবিরা যে ধরনের রোমান্স কাব্য রচনা করতেন সেখানে কিন্তু কোনও রক্তপাত থাকতো না। কিন্তু অধিকাংশ সুফি সম্প্রদায় কবিরা তাদের কাব্যে রক্তপাত দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ফিরলেন লোকসভায়

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে রাহুল গান্ধিকে সংসদে ফিরিয়ে নিয়ে আসার একটি মাত্র লক্ষ্য হল তৃণমূল কংগ্রেসকে একেবারে কোনঠাসা করে দেওয়া। রাহুল সংসদ হওয়ার ফলে তৃণমূল সাংসদের আর কোনও জোর থাকলো না। রাহুলকে সেই কারণেই ফেরানেটা বিজেপি অভিনব কৌশল গ্রহণ করে। রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে মোদি সরকারের ওপরে রাজনৈতিক ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই ঝড়ের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু রাহুলকে লোকসভার সাংসদ পদে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনঠাসা করে দিল বিজেপি দলের সাংসদেরা। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে কংগ্রেস দলকে সহ্য করা যায় কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে সহ্য করা একেবারে অসম্ভব। তৃণমূল কংগ্রেসকে সাংসদের প্রশ্রয় দেওয়ার মানেই হল বিস্তর ঝামেলা। রাজনৈতিক ঝামেলা তৈরি করতে সদা প্রস্তুত তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। তারা সব সময়ে এমন সব কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল তা মোদি সরকারকে বিব্রত করতে থাকে। রাহুলকে সংসদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে সংসদের যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাকে বেশ খানিকটা দমন করা সম্ভব হল। ইণ্ডিয়া জোট এবারে কিন্তু কংগ্রেসের হাত ধরে এগোতে থাকবে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ইণ্ডিয়া জোটে হাল ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তারা রাহুলের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ইণ্ডিয়া জোটের হাল ধরতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলে থাকেন যে বাংলার বাইরের কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা নেত্রী মমতার ওপরে ভরসা করতে পারে না। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখে হতাশ বোধ করেছে। তার ওপরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার দল ভাঙাতে ওস্তাদ। বিজেপি বিরোধী জোটে অংশ গ্রহণ করে সদস্য দলের মধ্যেকার নেতাদের ভাঙাতে থাকবে যা গোয়াতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। সেই কারণে এতি দ্রুত রাহুলকে সংসদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল তৃণমূল সাংসদেরা যাতে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি না হয়। এদিকে আম আদমি দলের নেতাদের অধ্যাদেশের ব্যাপারে কংগ্রেস পাশে থাকার কথা দিলে বাস্তবে দেখাতে পাওয়া গেল নবীন এবং জগম্মোহন বিজেপির পাশে থেকে মোদি সরকারের আমলা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিলটি পাশ করিয়ে দিল। নবীন পট্টনায়কের বিজু জনতা দল এবং জগম্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস মোদি সরকারকে সমর্থন দিল। যার ফলে আম আদমির সামনে দিয়ে বিলটি পাশ হয়ে গেল। তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস দল এই অধ্যাদেশকে বাতিল করে দেওয়ার কোনও সুযোগ পায়নি। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে মণিপুর নিয়ে আলোচনা হোক সাংসদে। কিন্তু যেসব বিরোধী দলের নেতারা গিয়েছিলেন মণিপুরে তারা এখন মণিপুর নিয়ে কোনও কথা উচ্চারণ করতে পারছে না। আগে বিরোধী দলের নেতারা মণিপুর নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। তারা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার ব্যাপারে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মণিপুর ঘুরে এসে সব নিজের চোখে দেখে এসে পরিস্থিতি দেখে বুঝতে পেরেছে সেটা কিন্তু আসলে রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। মাদক নেতা হয়ে ওঠার ঝামেলা। মণিপুর মাদক তৈরি রাজ্য বলে বিবেচিত। সরকার থেকে মাদক উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিকল্প কাজের ব্যবস্থার ক্ষেত্র তৈরি করতে সময় লাগছে এবং তা সফল করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে।। বিজেপি দল আগে থেকেই পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল যে এটা রাজনৈতিক কোন্দল নয়। এর পিছনে রয়েছে মাদক মফিয়ারা। কিন্তু বিরোধী দলের নেতারা সেটা বুঝতে একেবারে অক্ষম ছিল. বারবার বিজেপি দলের এবং মণিপুরের বিজেপি সরকারের দিকে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছিল। বেশি করে তোপ দাগতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। তারা তো বিজেপির দোষ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছে। রাজ্যে নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন বিজেপির দোষকে আরও বড় করে দেখানোর খেলা খেলতে শুরু করেছে। সেই খেলাটা এবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্লাস্টিকের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে মায়তার কাঠের পুতুল

শুভঙ্কর দাস

প্রকৃতির অপরূপ শোভা শিল্পীকে সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণা জোগায়। সভ্যতার আদি লগ্নে এভাবেই একদিন শিল্প মানব সভ্যতার সঙ্গে আত্মিকভাবে জুড়ে গিয়েছিল। গুহা মানব পাথরের দেওয়ালে সমাজ চিত্র অঙ্কিত করে রেখে গিয়েছিল। মানব সভ্যতার চাকা যত এগিয়েছে মানবিক ভাবনার ব্যাপ্তি তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে স্থান করে নিয়েছে বিভিন্ন পন্থায় শিল্পকে উকর্ষতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সমাহার। একই সঙ্গে শৈশব থেকে মানবিক মনে যাতে শিল্পের বিকাশ হতে পারে সেই জন্য মাটি ও কাঠের খেলনার মধ্যে শৈল্পিক ছোঁয়া দেওয়ার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু বিশ্বায়নের এই পৃথিবীতে যখন যান্ত্রিকতা ক্রমশ মানব মনকে আচ্ছন্ন করে চলেছে তখন অন্য দিক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে সেই সভ্যতার ঊষা লগ্নে দেখা শিল্প সত্ত্বা।

বর্তমানে সময় সেই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পের প্রতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই অনুভূত হয় না। জাতির মন থেকে ক্রমশ বিলুপ্তি হয়ে যেতে বসেছে সেই সব লোকজ আদিম শিল্পকর্ম। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে পশ্চিম মেদিনীপুর গড়বেতা মায়তার কাঠের পুতুল। প্রতিটা সভ্যতাতেই কাঠের পুতুলের দেখা আমরা পাই। এই বঙ্গেও মাটির পুতুলের পাশাপাশি একটা সময় কাঠের পুতুলের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। অখণ্ড বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় কাঠের পুতুলের নিজস্ব কেন্দ্র ও শৈলী ছিল। জনপ্রিয়তার নিরিখে সকলের কাছে পূর্ব বর্ধমানের অগ্রদ্বীপের নতুনগ্রাম সর্বাগ্রে থাকলেও এখনো এই বঙ্গে টিমটিম করে শিবরাত্রির সলতের মতো নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মায়তার কাঠের পুতুল।

মায়তার বনকাঠি এলাকার কাঠপুতুল শিল্পী শান্তিনাথ দে আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন যে এই কাজে পয়সা কম, প্রচন্ড পরিমাণে পরিশ্রম। তাই নতুন প্রজন্ম এই পুতুল তৈরির শিল্প থেকে নিজেকদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে।

পুতুল তৈরি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শান্তিনাথ দে জানিয়েছেন, হাল্কা এবং মজবুত করার লক্ষ্যে পুতুল তৈরিতে ব্যবহার করা হয় শিমুল কাঠ। এছাড়াও রয়েছে কাঁচমালা ও ছাতিম গাছের কাঠ। পুতুলগুলির উচ্চতা ছয় থেকে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এই পুতুলগুলি শৈলীতে সরল ও সাবলীলতা রয়েছে। আগে রঙ বাড়িতে তৈরি করলেও এখন মূলত গুড়ো রঙ বাজার থেকে কিনে এনে তাতে বেল, শিরীষ, তেতুলের আঠা মিশিয়ে পুতুলের গায়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। রঙ করার আগে কাঠ চেরাইয়ের পর তাকে শুকিয়ে অবয়ব এঁকে তার ওপর খড়িমাটির প্রলেপ বসিয়ে দেওয়া হয়। কোন রকমের বার্নিশ রঙ ব্যবহার করা হয় না। গোটা প্রক্রিয়াটি কষ্টসাধ্য। চাহিদা কম থাকায় বিক্রি কম হয়। ফলে পরিশ্রমের মূল্য পাওয়া যায় না। দোল পূর্ণিমার সময় স্থানীয় বগড়ি কৃষ্ণনগরের মেলা উপলক্ষ্যে এই পুতুলগুলো তৈরি করা হয়। সেই কারণে এই শৈলীর পুতুলকে বগড়ি কৃষ্ণনগর পুতুলও বলা হয়। পুতুল ছাড়াও সেই সময় তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের কাঠের তৈরি খেলনা। এর মধ্যে রয়েছে পাল্কি, ঠেলাগাড়ি, চাকা লাগানো ঘোড়া, হাতি। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে চাহিদা কমে যাচ্ছে। ফলে শান্তিনাথ দে মতন শিল্পীরা রুটি রুজির জন্য অন্য পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। মায়তার পুতুল শিল্প ক্রমশ অবলুপ্তির জন্য চাহিদা কম থাকাকে দায়ী করেছেন আরেক স্থানীয় শিল্পী মৃন্ময় দে। বাবা বংশীবদন দে ও মা মঞ্জুরানী দের থেকে আরো দুই ভাইয়ের সঙ্গে শৈশবে পুতুল তৈরির শিক্ষা পেয়েছিলেন মৃন্ময় দে। কিন্তু চাহিদা কম থাকায় দুই সহোদর মৃণাল ও মানস দের মতোই অন্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন আগে শিমুল, আমড়া কাঠ দিয়ে পুতুল তৈরি হলেও এখন মূলত সোয়াচলতা, আকাশমণি বা সোনাঝুরি কাঠ পুতুল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় কাঠের মিল থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। দোল পূর্ণিমার সময় স্থানীয় মেলার জন্য বিভিন্ন কাঠের খেলনা তৈরি করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে হাতি, ঘোড়া, ঠেলাগাড়ি। বছরের ওই একটা সময় এগুলো তৈরি করেন মৃন্ময়বাবু।

বনকাটি পাশেই রয়েছে দে পাড়া। সেখানকার শিল্পীরা এখন মূলত মাটির কাঠামোর প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। ১২ বছর বয়সে বাবার হাতে কাঠ পুতুল তৈরির কাজ শিখেছিলেন তারাপদ দে। আজ তার বয়স ৫৮। প্লাস্টিক খেলনার দাপটে চাহিদা নেই তাই এই পুতুল আর বিক্রি হয় না। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে কাঠের দাম। ফলে বছরে একবারই দোল পূর্ণিমা সময় সামান্য পরিমাণে পুতুল তৈরি হয়। ওই একই পাড়ার প্রবীণ শিল্পী শেফালী শীল জানিয়েছেন, এই পুতুলগুলিকে মূলত রাজা রানী পুতুল বলা হয়। পুতুলগুলি জোড়ায় থাকে। অনেকে ছেলে মেয়ে, বর বউ পুতুল নামেও চেনে। দোল পূর্ণিমার সময় টিয়া পাখি, খেলনা গাড়ি পুতুলের সঙ্গে তৈরি হয়। স্বামী অজিত শীলের কাছে পুতুল তৈরির শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে তার সন্তান অলোক শীল মাটির প্রতিমা তৈরি করেন। আগে দোলের মেলা ছাড়াও গাজনের কান্তর মেলা, মায়তার রথের মেলায় পুতুল নিয়ে বসতেন। এভাবেই আধুনিক বিশ্বে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুর গড়বেতা মায়তার কাঠের তৈরি ঐতিহ্যের পুতুল।

হেরিটেজ

কার্জন গেট

বর্ধমান জেলাকে ভাগ করে দিয়ে পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান করা হয়েছে। কিন্তু ১৯০৪ সালে বর্ধমান একটি বৃহৎ জেলা ছিল। কার্জন গেটটা এখন পূর্ব বর্ধমানে গিয়ে পড়েছে। কলকাতার যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হচ্ছে একটি ল্যাণ্ড মার্ক ঠিক বর্ধমানের ল্যাণ্ড মার্ক হচ্ছে কার্জন গেট। বিজয় চাঁদ রোড এবং গ্র্যান্ট ট্যাঙ্ক রোডের সংয়োগ স্থলে এই কার্জন গেটটি রয়েছে। ১৯০২ অথবা ১৯০৩ সালে বর্ধমান রাজের শাকক হিসাবে মহারাজ বিজয় চাঁদ মাহাতাবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। পুরানো রাজপ্রাসদ থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গেটের খিলান আটটি বৃত্তাকারে কলাম দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানের ওপর তলোয়ার, নৌকা এবং ভুট্টার শিল সহ তিন মহিলা মূর্তি কৃষি ও বাণিজ্যের আগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। গেটের ওপরে একাংশে একুশটি চিত্র সহ একুশটি বৃত্ত রয়েছে। গেটে উপস্থিতির কারণে উদ্বোধন করার সময়ে এটির নামকরণ করা হয়েছিল 'স্টার অব ইণ্ডয়া গেট'। কাঠামোটি ইতালি থেকে রাজমিস্ত্রি নিয়ে এসে তৈরি করানো হয়েিচল। লর্ড কার্জনের নমা করেই গেটটি সকলের কাছে পরিচিত। লর্ড কার্জন বাংলার ছোট লাট ছিলেন। তিনি বাংলাকে ভাগ করতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যান। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমবাংলা ভাগ করে ফেলেন প্রশাসনিক সুবিধার্থে। কিন্তু বাংলার মানুষেরা এর তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিল ১৯০৫ সালে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল সারা বাংলা জুড়ে। তবে লর্ড কার্জন শিল্প স্থারত্যের পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং পদক্ষেপও নেন। তিনি তাজমহলকে নতুন করে সংস্কার করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাজমহলকে বহু রত্ন লুট হয়েছিল। কিন্তু সেই সব রত্ন পাওয়া যায়নি। তাজমহলের ভিতরে নবাবী একটি ঝাড়লন্ঠন সেটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল দুস্কৃতিকারী। তিনি আগেকার মতো আর একটি ঝাড়লণ্ঠন এনে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেটিও পড়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে। কলকাতার গর্ভনর হাউস নির্মাণের পরিকল্পনা লর্ড কার্জনের। আগে লাট সাহেব কার্জন বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারে বসবাস করতেন। তখন সেটা ছিল তখন লাট সাহেবের বাড়ি। ময়দানে গর্ভনর হাউস চলে আসার পর সেটাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে মিশিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়।

ডেঙ্গু সচেতনতায় র‍্যালি বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ আগস্ট ঃ বর্ষার মরশুম মানেই ডেঙ্গুর আতঙ্ক। ডেঙ্গু নিয়ে কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। এই সময় বৃষ্টির জমা জলে ডেঙ্গুর লার্ভা বংশ বিস্তার করে। বর্ষার আগে থেকেই পৌরবাসীকে বিভিন্নভাবে সচেতন করা হচ্ছে বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে। এবার বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে ডেঙ্গু সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে ডেঙ্গু সচেতনতা সংক্রান্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি করা হল মঙ্গলবার। এই র‍্যালিটি বর্ধমান শহরের টাউন হল থেকে রাজবাড়ি উত্তর ফটক পর্যন্ত আয়োজিত হয়। এই র‍্যালিতে পা মেলান বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ বর্ধমান পৌরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং পৌরসভার সমস্ত কর্মীরা। চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, সাধারণ মানুষ যাতে আরও সচেতন হয় ডেঙ্গু নিয়ে তার জন্যই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। পৌরসভার কর্মীরা ডেঙ্গু নিধন করতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রতিটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছে কর্মীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা মানুষকে জমা জল, আবর্জনা ইত্যাদি পরিস্কার করার বার্তা দিচ্ছেন। এর পাশাপাশি মাইকে প্রচারও চালানো হচ্ছে শহরজুড়ে। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত ওয়ার্ডে নিকাশি নালার বেহাল অবস্থা রয়েছে সেগুলি দ্রুত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে যাতে মশা বংশবিস্তার করতে না পারে বলে জানিয়েছেন পরেশবাবু। আগামী দিনেও ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। তাছাড়া কারো যদি জ্বর হয় তাহলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং প্লেটলেট পরীক্ষা করা উচিত, প্রয়োজনে পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা এবিষয়ে রোগীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলেও জানা গেছে পৌরসভার পক্ষ থেকে।

পরিদর্শনে সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ বেহালায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল পড়ুয়া সৌরনীলের মৃত্যুর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগে সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিতে শুরু করল প্রশাসন। স্কুলের সামনে সড়ক দুর্ঘটনার মতো বিপজ্জনক ও ঝুঁকি রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। সম্প্রতি বেহালায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মৃত্যু হয় সাত বছরের শিশু সৌরনীলের। প্রশ্ন উঠছিল পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। বেহালার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে শহরে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে ময়দানে নামলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার বোর্ড মেম্বারদের নিয়ে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শনে যান এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। স্কুলের পড়ুয়াদের পথ চলতে কোনরকম যাতে জীবনের ঝুঁকি না থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি।

বাঁকুড়ার ৭ শিক্ষককে সিবিআই তলব

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৮ আগস্ট ঃ নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের গতি বাড়াচ্ছে সিবিআই। দুর্নীতির তদন্তে এবার বাঁকুড়ার সাত শিক্ষককে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বুধবার ওই সাত শিক্ষককে নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরের তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই শিক্ষকদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে নিজাম প্যালেসে হাজির হতে বলা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, ওই সাত শিক্ষক ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরি পেয়েছিলেন। বিশেষ সূত্রে খবর, এবিষয়ে সিবিআই-এর তরফে পাঠানো চিঠি বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ওই সাত শিক্ষকের নাম যথাক্রমে স্বাধীন কুমার পাল, সায়ন্তনী বেজ, প্রিয়াঙ্কা লাহা, গণপতি মাহাতো, প্রিয়াঙ্কা নন্দী, হরেন্দ্রনাথ ধাড়া ও পারমিতা সিংহ মহাপাত্র। তাঁদের প্রত্যেককেই বুধবার সকাল ১১টার মধ্যে নিজাম প্যালেসে হাজির হতে বলা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত সাক্ষী হিসেবেই এই সাত শিক্ষককে তলব করা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে ওই সাত শিক্ষককে বেশ কিছু নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। ওই সাতজনকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের নিয়ে আসা নথি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে। এমনকী পর্ষদের কাছে জমা পড়া নথির সঙ্গেও তা মিলিয়ে দেখা হতে পারে। পাশাপাশি জানা যায়, এই ৭ জন সকলেই ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেটের পরীক্ষার্থী ছিলেন বাঁকুড়ার। ২০২১ সালে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে বেআইনি নিয়োগ পেয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই তাঁদের এবার ডেকে পাঠাল সিবিআই। বিভিন্ন জেলা থেকে এধরনের শিক্ষকদের তলব করছে সিবিআই। তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। এবার এই সাতজনকে তলব করল সিবিআই। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে খবর। বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার বিভিন্ন স্কুলে চাকরি করেন এই ৭ জন শিক্ষক। তাদের চাকরি সংক্রান্ত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি নিয়ে বুধবার হাজিরা দিতে বলেছে সিবিআই।

কবিগুরু স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ আজ ২২ শে শ্রাবণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম প্রয়াণ দিবস। শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হলো। এদিন শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা সহ অন্যান্য পুর আধিকারিক ও কর্মীরা। এদিন রবিঠাকুরের স্মৃতিচারণ করেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

অমৃত ভারত প্রকল্পে বালুরঘাট স্টেশন

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৮ আগস্ট ঃ দেশের রেল স্টেশনগুলির উন্নয়ন এবং যাত্রী পরিষেবাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প' চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে নাম জুড়লো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট রেল স্টেশনের। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে এই খবর জানালেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তিনি জেলার তিনটি রেল স্টেশনকে অমৃতভারত স্টেশনের আওতায় আনার জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আপাতত বালুরঘাট রেল স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় যুক্ত হল। পরে গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুর রেল স্টেশনকেও অমৃতভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মোট ৩৭টি স্টেশন এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত। তবে এই তালিকায় নাম ছিল না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটিও রেলস্টেশনের। গত সপ্তাহে এই বিষয় নিয়ে রেলমন্ত্রীর সাথে সরাসরি দেখা করে জেলার তিনটি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব দেন রাজ্য সভাপতি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে।

চন্দ্রিমার কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৮ আগস্ট ঃ মণিপুরে মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কালো শাড়ি পরে প্রতিবাদে পথে নামলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বোলপুরে মহিলাদের নিয়ে মিছিল ও পথসভা করেন তিনি। বোলপুর চৌরাস্তার মোড়ের সভা থেকে চাঁচাছোলা ভাষায় এনডিএ সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। তিনি বলেন, মনিপুরের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আলোচনা করতে চেয়ে আমাদের ধন্য করেন নি। তিনি আলোচনা করতে চেয়েছেন বাধ্য হয়েই। তারা ভয় পেয়েছে ইণ্ডিয়া জোটের অ্যালায়েন্সকে। সব থেকে অবাক হওয়ার বিষয় হলো যে যেদিন ইণ্ডিয়া জোটের বৈঠক ছিল সেদিন ব্যাঙ্গালুরুতে বিজেপি জোট এনডিএ-র বৈঠক ছিল। সেখানে এনডিএ-র এনকে নিউ ইণ্ডিয়া বলা হয়েছে। মনিপুরে মহিলাদের বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে তাই তাদের কাছে এটা নিউ ইণ্ডিয়া। গোটা পৃথিবীর লোক দেখছে কিভাবে ভারত ডেভেলপড হচ্ছে। লজ্জার কথা। তাই আমরা আজ ধিক্কার জানাচ্ছি বিজেপি সরকারকে। যেখানে নারীদের নিরাপত্তা নেই। এদিনের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। অগ্নিগর্ভ মণিপুরে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা। বাইশে শ্রাবণ কবি প্রয়াণের দিন মণিপুরে মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বোলপুরে মিছিল ও পথসভা করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেখানে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেন তিনি। তিনি বলেন, অগ্নিগর্ভ মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার একটা কথাও উচ্চারণ করেনি।

কার্ড -এর পুনর্বিন্যাস এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্য টয়লেট ও ইউরিনালের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ [illegible] তারিখ ঃ ২৮-০৭-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender

e-Tender is hereby invited for "CONSTRUCTION OF MOTOR CYCLE & CYCLE STAND IN THE PREMISES OF RRNMU, JALPAIGURI' under WBSRDA, Jalpaiguri Division vide **NIeT no.-WBSRDA/07-EE/JLP/2023-24, dated-08.08.2023.** Last date for submission of tender is 16.08.2023. All details may be had from this office Notice Board and in website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No-2960/WS/SD, Dated-08/08/2023

E-Tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT10/8e/23 and Tender Id No-2023_MAD_555278_1 to 2** for supply of pipe, strainer & etc. for sinking of tube well at w-04 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **29/08/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লি.

CI N: L57339WB1983PLC035628

রেজিস্টার অফিসঃ পি-৪৫, গোরাগাছা রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ফোন নং. ০৩৩-৪০০৭ ৬১৭৫,
ওয়েবসাইট-www.viscotradeassociates.in, ই-মেল-tradevisco@gmail.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র)
১ম ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তে			বছর সমাপ্তে
		৩০ জুন, ২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০ জুন, ২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয়	৪,০৬৩	২,৮৪৪.৮৭	৯৯৭.২৬	৭,৮০০.৬৫
২	লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে	৭৮৮.৫৯	(৮৮১.৬৪)	(২৭৪.৬৮)	(৯৫৫.১১)
৩	লাভ / (ক্ষতি) বছরে	৭৮৮.৬৬	(৮৮১.৫০)	(২৭৪.৬৯)	(৯৫৪.৯৬)
৪	অন্যান্য ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) বছরে	-	-	৫.৮১	১২.০৭
৫	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) বছরে	৭৮৮.৬৬	(৮৮১.৫০)	(২৬৮.৮৮)	(৯৪২.৮৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭	*শেয়ার প্রতি আয়-মূল ও মিশ্র	১৬.৪২	(১৮.৩৫)	(৫.৭২)	(১৯.৮৮)

* বার্ষিকীকৃত নহে

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একত্রীকরণ)
১ম ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তে			বছর সমাপ্তে
		৩০ জুন, ২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০ জুন, ২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয়	৪,৩০১.৯৫	৩,০৬৮.৯০	১,৩০৯.৮২	৮,২৬৮.১৬
২	লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে	৭৮৮.৬৭	(৮৫৭.২৯)	(২৩৬.৮৬)	(৮৩৭.৫১)
৩	লাভ / (ক্ষতি) বছরে	৭৮৮.১১	(৮৫৫.৪৯)	(২৩৭.৬৪)	(৮৫০.৫৫)
৪	অন্যান্য ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) বছরে	১১.২৩	(১.৪২)	৩.১২	১০.৬৫
৫	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) বছরে	৭৯৯.৩৪	(৮৫৬.৯০)	(২৩৪.৫২)	(৮৩৯.৯০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭	*শেয়ার প্রতি আয়-মূল ও মিশ্র	১৬.৪১	(১৭.৮১)	(৪.৯৫)	(১৭.৭১)

* বার্ষিকীকৃত নহে

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ফলাফলের পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.viscotradeassociates.in, বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com।
২. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রীকরণ) ১ম ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অুমোদিত হয়েছে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ আগস্ট, ২০২৩ এবং যা সাময়িক পর্যালোচিত হয়েছে কোম্পানির বিধিসম্মত অডিটর দ্বারা।

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড
স্বা /-
বিনয় কুমার গোয়েঙ্কা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 01687463

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৭.০৮. ২০২২

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ঠিকার ডিসপ্লের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ঠিকার ডিসপ্লের হেতু ই-নিলাম। [illegible] টেন্ডার/ক্রিয় ১০২৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এডিভিটি-ডিজে-২৩		
এলাইট সংখ্যা.	এলএটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
[illegible]	এডিভিটি-কেআইআর-ডিজে-ওএসডি-১৭২-২৩-১ (এডভারটাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (ডিজিটাল))	দার্জিলিং স্টেশন ভবনের ওয়ালে [illegible] ০৩ টি বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লে
[illegible]	এডিভিটি-কেআইআর-ডিজে-ওএসডি-১৭৩-২৩-২ (এডভারটাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিটাল))	০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্য [illegible]

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৮-২০২৩ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮.০৮.২০২৩ তারিখে ১০.৪০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাদেরকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম [illegible] অবলোকন করার জন্যে অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্রম নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; [illegible]

https://www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে তাদের দরপত্রাদি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। [illegible]

STORES-28/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ [illegible] [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

(PR-484)

ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের সঙ্গে প্যানেল ইন্টারলকিংয়ের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নং. [illegible] তারিখঃ ০৭-০৮-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ পূর্বাশা হাউস, ২৫ পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০০১৬, ভারত
ফোন নং. ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪, ফ্যাক্স ঃ ৯১-৩৩-৪০৬২৫২৬৯
E-mail : corporate@purbasharesources.in,
Website : www.purbasharesources.in
CIN - L65993WB1980PLC032908

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
বিবরণী ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩

(টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩	পূর্বেকার বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩	চলতি ৩ মাস শেষে পূর্বেকার বছরে ৩০.০৬.২০২২
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	১৬,৩৬৬,২২২	৩৫,৩৪৩,৮২০	৪,১৪৪,১১৫
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	৮,৫৬৪,৩৭৫	৭,১৯৬,৩৫৫	(৮১২,২৬৮)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে , অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৮,৫৬৪,৩৭৫	৭,১৯৬,৩৫৫	(৮১২,২৬৮)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৬,১৬৪,৩৭৫	৪,১৭৮,৩৯০	(৮১২,২৬৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (লাভ / (ক্ষতি) সংযুক্ত মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২৪,৬১১,৮৭৭	২০,৭৪৪,৬১৪	(২,৬৫৩,৮৯৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০
৭	সংরক্ষণ উত্থাপিত সংরক্ষণ সহ	২২৬,৪৩১,১১০	২০১,৮১৯,২৩৩	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে অন্তবর্তী মেয়াদে) (চলতি ও অচলতি কারবারে) (এফ.ভি. ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	২.০৫	১.৩৯	(০.২৭)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং তারপর অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের দ্বারা বোর্ডের সভায় ০৮.০৮.২০২৩, কোম্পানির বিধিসম্মত অডিটরগন সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন অনুসারী হিসাবে রেগুলেশন ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধনী)।
২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩ আর্থিক ফলাফলের যা প্রেরণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে, সংশোধনী।
৩. বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.purbasharesources.in।
৪. পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনসজ্জিত/ পুনসংগ্রহ/ পুনসংযোগ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে, চলতি মেয়াদের রাশির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00012978

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৩

MINOLTA FINANCE LIMITED

CIN: L65921WB1993PLC057502
Registered Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para,Kolkata-700157 West Bengal ; **Phone No.:** 033- 22485794
Email Id : minoltafinance@gmail.com; **Website :** www.minolta.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	3 Month ended 30.06.23	3 Month ended 31.03.23	Corresponding 3 Month ended 30.06.22	Year to date fig. as on 31.03.23
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	18.83	13.93	13.68	59.91
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	1.21	1.03	1.68	6.95
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.21	1.03	1.68	6.95
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.21	1.03	1.68	5.14
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.21	1.03	1.68	5.14
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	999.96	999.96	999.96	999.96
7	Earning Per Share (of Rs. 10/-) (for continuing and discontinued operations) a) Basic	0.00121	0.00103	0.00168	0.00514
	b) Diluted	0.00121	0.00103	0.00168	0.00514

Note:
1 Segmental Report for the Quarter as per AS-17 is not applicable for the Quarter.
2 Above resultes were reviewed by Audit Committee and taken on record by Board of Directors in meeting held on 8th August, 2023.
3 Provision for Taxation will be made at the end of the Financial Year.
4 Figures of Previous Year/Quarter/Period has been recasted/regrouped wherever necessary.
5 Statutory Auditors of the Company have carried "Limited Review" for above Results

For **Minolta Finance Ltd**
Sd/-
Dinesh Kr. Patnia
DIN: 01709741

Place : Kolkata
Date : 8th August 2023

আইপিএস ব্যাটারি ব্যাংক প্রতিস্থাপন দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-১০-এলএমজি-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৭-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও এর স্থানঃ লামডিং ডিভিশনের ২৮টি স্টেশনে [illegible] আইপিএস ব্যাটারি ব্যাংক প্রতিস্থাপনের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা। বিড সিকিউরিটি ঃ [illegible] টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

CSB Bank — PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net on 16th August 2023 at 10.30 AM. The auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	No. of Acc.	Bal. Outstanding as on 07-08-2023	Weight (grams)
1	SALT LAKE CITY	DIBYENDU RANA	4083062	1	1497003.4	280
2	SALT LAKE CITY	PUJA SINHA	7426401	1	404033.86	92.76
3	SALT LAKE CITY	SUDHIR CHANDRA DAS	4242042	1	9608.01	2.65

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net

Authorised Officer
CSB Bank

Kolkata | 9th August 2023

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **বীরেন শ,** পিতা বৈদ্যনাথ শ, নিবাস ৪৯এ, গোবিন্দপুর রোড, কলকাতা-৭০০০৪৫ হারিয়ে ফেলেছেন একটি আইজিআর নং. ৪৪২৪৪ তারিখ ৩০-০১-১৯৯৫ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি লেক থানায় তারিখ ০৭-০৮-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ৪৯৪। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লি.

CIN : L17232WB1981PLC034372
রেজি. অফিস ঃ ১৩৮, ক্যানিং স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, রুম নং. ৩২৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
Email ID : skjpl1981@gmail.com, Website : www.skjpl.in, ফোন নং. +৯১ ৯০৭৩৯৬৫৫০৩

সংক্ষিপ্ত বিবরণী স্বতন্ত্র অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পার্ট ১
ত্রৈমাসিক শেষে ৩০জুন, ২০২৩ (লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ (নিচের দ্রষ্টব্য দেখুন)	ত্রৈমাসিক শেষে (৩০.০৬.২০২৩) (অ-নিরীক্ষিত)	পূর্বেকার ত্রৈমাসিক শেষে (৩১.০৩.২০২৩) (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বছর শেষে (৩১.০৩.২০২৩) (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	০.০০	০.৩২	২.৩২
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	০.০০	০.৭০	০.৬০
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)	০.০০	০.৭০	০.৬০
৪	**মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)**	০.০০	০.৬০	০.৬০
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	০.০০	০.৬০	০.৬০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	০.০০	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে	-	-	৩.৭২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে)			
	১. মূল ঃ			০.২৪
	২. মিশ্র ঃ			০.২৪

দ্রষ্টব্য ঃ
১ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে এবং তালিকাভুক্ত সত্তায়।
২ প্রভাব লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোন অনুসারী আর্থিক বিবরণী পরিবর্তন করা হয়েছে গননার পদ্ধতিতে যা পাদটীকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
৩ # ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সামঞ্জস্য করা হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণীতে আইএনডি-এএস ধারা / এএস ধারা অনুসারে।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লি. পক্ষে
স্বা /-
নাম ঃ সুরজ কুমার ঝা
পদ ঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 10197854

তারিখ ঃ ০৭.০৮.২০২৩

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L26109WB1946PLC03294
রেজি অফিস ঃ ২ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নং. ০০৩৩ ২২৫৪৩১০০, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০
ই-মেল ঃ **cosec@hngil.com,** ওয়েবসাইট ঃ **www.hngil.com**

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন ২০২৩ (লক্ষ টাকায় শেয়ার প্রতি রাশি ছাড়া)

ক্র নং.	বিবরণী	তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৭০,১০৫	৬৬,১৪৭	৬৩,৪১০	২,৪৫,৭২৩
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে	৮,৭১৭	১,৯১৬	(১৩,৭৪৩)	(২৩,২৯০)
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর	৮,৭০৭	১,৮৭৩	(১৩,৭৪৩)	(২৩,৩৩২)
৪	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৮,৬৮৩	১,৪৬০	(১৩,৬৩৭)	(২৩,৪২৬)
৫	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ২ টাকা প্রতি)	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি যা দেখানো হয়েছে অডিট ব্যালেন্স শিটে				(১,০১,৫৫৪)
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২টাকা প্রতি)				(৩১.০৩.২০২৩ তারিখে)
	মূল ও মিশ্র	৯.৭২	২.০৯	(১৩.১৫)	(২৬.০৫)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা ৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে ৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সমাধান আধিকারিকের সভাপতিত্বে।
২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট-www.cse-india.com, www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.hngil.com।
৩. পূর্বেকার বছরের রাশি পুনঃসজ্জিত / পুনঃসংগ্রহ হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

(সঞ্জয় সোমানি)
ডিরেক্টর
DIN : 00124538
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৮ আগস্ট, ২০২৩

(গিরিশ শ্রীরাম জুনেজা)
সমাধান আধিকারিক
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৮ আগস্ট, ২০২৩

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ফুলের মতো ত্বক চান? এই ৫ ফুলের ফেসপ্যাক বানিয়ে মুখে মাখুন!

জেল্লাদার এবং মসৃণ ত্বক পাওয়ার জন্য বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন। নাহলে ধীরে ধীরে ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লাও চলে যাবে, সেই সঙ্গে দেখা দেবে নানা সমস্যাও। ত্বকের যত্নে অনেকেই মনামীদামী প্রোডাক্টের উপর ভরসা রাখেন, আবার কেউ কেউ প্রাকৃতিক উপাদানকেই বেছে নেন। রূপচর্চায় বিভিন্ন ফুলের ব্যবহার হয়ে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকেই। এখন অবশ্য বাজারচলতি প্রোডাক্টেও ফুলের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে কেনা প্রসাধনীর উপরে ভরসা না থাকলে, আপনি বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন ফুলের ফেসপ্যাক। রইল এমন ৫ টি ফেসপ্যাকের সন্ধান। **গাঁদা ফুল** - গাঁদা ফুলে প্রদাহ বিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কারণে ব্রণ- প্রবণ ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী গাঁদা ফুলে ফেসপ্যাক। এক মুঠো গাঁদা ফুল জলে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হলে বোতলে ছেঁকে নিন। টোনার হিসেবে ব্যবহার করুন এই জল। **জবা ফুল** - অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ জবা ফুল ত্বকে বলিরেখা, ফাইন লাইনস কমাতে সাহায্য করে। জবা ফুল বেটে টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ভাল ভাবে। পুরো মুখে সমানভাবে লাগান এই ফেসপ্যাক। ২০ মিনিট রাখার পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক ব্যবহারে ত্বকের জেল্লাও ফিরবে এবং তারুণ্যতা বজায় থাকবে। **গোলাপ ফুল** - ত্বকের যত্নে গোলাপ জলের গুণাগুণের কথা কে না জানে! রূপচর্চায় গোলাপের ব্যবহারও বহু প্রাচীন। কিন্তু যেমন তেমন ভাবে মাখলেই তো হল না, ফুলের মতো ত্বক পেতে গেলে প্রয়োজন গোলাপের পাপড়ি থেকে তৈরি ফেসপ্যাক। কয়েকটি গোলাপের পাপড়ি ভাল করে বেটে নিন। এতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ফেসপ্যাক লাগানোর আগে অবশ্যই মুখ ধুয়ে নেবেন। ত্বকের জেল্লা ফেরাতে দারুণ উপকারী গোলাপের প্যাক। **জুঁই ফুল**- জুঁই ফুল শুধু সুগন্ধ ছড়ায় না, ত্বকেরও অনেক উপকার করে। এক টেবিল চামচ নারকেল তেল দিয়ে এক মুঠো জুঁই ফুল বেটে নিন। এতে এক টেবিল চামচ নারকেল মিশিয়ে মুখে লাগান। কিছুক্ষণ হালকা হাতে ম্যাসাজ করুন। তারপর আরও ১০ মিনিট মিশ্রণটি মুখে রেখে দিন। হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক ত্বকে পুষ্টি জোগাবে এবং কোমল রাখবে। **পদ্ম পাতা** - ভিটামিন সমৃদ্ধ পদ্ম ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। বলিরেখা মলিন করতে সাহায্য করে এবং ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে। এমনকি ব্রণ কমাতেও দারুণ উপকারী। কয়েকটি পদ্ম পাতা বেটে তাতে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো মেশান। কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই ফেসপ্যাক মুখে কিছুক্ষণ লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।

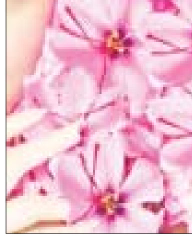

দিনে এক বার সানস্ক্রিন মাখলেই কি যথেষ্ট?

অনেকটা পরিমাণে ক্রিম ব্যবহার করা মানেই যে তা ত্বককে বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করবে, এমন ধারণা কিন্তু ভিত্তিহীন। সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে পরিমিত পরিমাণে। প্রয়োজনে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা অন্তর রোদ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করার চল রয়েছে অনেক দিন। যাঁদের ত্বক রোদে সহজেই পুড়ে যায় বা রোদ লাগলেই যাঁদের ত্বকে নানা রকম অ্যালার্জি হয়, সানস্ক্রিন ছাড়া তাঁদের বাইরে বেরোনো প্রায় অসম্ভব। আবার অনেকেই মনে করেন, অতিরিক্ত পরিমাণে এই ক্রিম ব্যবহার করলে বোধ হয় ত্বকের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, পুনরায় এই ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। **কতটুকু ক্রিম প্রয়োজন**- অনেকেই এ ক্ষেত্রে দু'টি আঙুলের সাহায্য নিয়ে থাকেন। দু'টি আঙুলের ডগায় যে পরিমাণ ক্রিম রাখা যায়, স্টেটুকু মুখের জন্য যথেষ্ট বলে মনে অনেকে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, মুখের কোনও অংশ যেন বাদ না পড়ে। এ ছাড়াও দেহের যে যে অংশে রোদ লাগে, সেই সব জায়গায় সানস্ক্রিন মাখা জরুরি। **সারা দিনে কত বার ব্যবহার করতে হবে**- বাইরে বেরোনোর আধ ঘণ্টা আগে সানস্ক্রিন মাখার নিয়ম জানেন অনেকেই। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, ঘরের মধ্যে থাকলেও দিনের বেলা সানস্ক্রিন মেখে রাখা জরুরি। কারণ, শুধু রোদ নয়, রান্নার সময়ে গরম তাপ লেগেও একই ভাবে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। তাই 'এসপিএফ' যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তাঁরা। **কোনটি আপনার ত্বকের জন্য ভাল**- বাজারে তো বিভিন্ন ধরনের সানস্ক্রিন পাওয়া যায়। এক এক রকম কার্যকারিতা এক এক রকম। 'এসপিএফ'-এর মাত্রাও আলাদা। কিন্তু কার ত্বকে কোনটি ব্যবহার করা উচিত, তা জানতে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। কারণ, ত্বকের ধরন এবং রোদ লাগার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সানস্ক্রিন নির্বাচন করা উচিত।

টাক পড়ছে? রইল ৫ ঘরোয়া টোটকা

মানসিক উদ্বেগ, দৈনন্দিন জীবনের অনিয়ম, পর্যাপ্ত খাওয়াদাওয়া না করা, সঠিক যত্নের অভাব- এমন বেশ কিছু কারণ চুল ঝরার নেপথ্যে থাকে। অনেকেই টাক পড়ে যাওয়া নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগেন। তবে টাক পড়ে যাওয়ার কারণ যা-ই হোক, তা নিয়ে বেশি ভাবলে চলবে না। বরং কোন টোটকায় চুল গজাবে, তা ভাবা জরুরি। টাক পড়ে যাওয়া আটকাতে অনেকেই নানা রকম চেষ্টা করে থাকেন। বাজারচলতি নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে ঘরোয়া কিছু টোটকায় ভরসা রাখলে উপকার পেতে পারেন। **তেল মালিশ**- চুলহীন মাথায় তেল মালিশ করা নিয়ে অনেকেরই অস্বস্তি হতে পারে। তবে অস্বস্তি কাটিয়ে যদি নিয়মিত মাথায় তেল মালিশ করা যায়, তা হলে কিন্তু টাক মাথায় চুল গজাতে বেশি দিন লাগবে না। **অ্যালো ভেরা** - ত্বকের যত্নে অ্যালো ভেরার উপকারিতা কমবেশি সকলেরই জানা। কিন্তু টাক পড়ে যাওয়ার সমস্যা রুখতেও যে অ্যালো ভেরার ভূমিকা রয়েছে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। পাতা থেকে জেল বার করে মাথার ত্বকে লাগাতে পারেন। ঘণ্টাখানেক পরে ধুয়ে নিন। উপকার পাবেন। সব চুলে উঠে গিয়ে একেবারে টাক পড়ে যাক, তা না চাইলে ব্যবহার করতে পারেন ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। ক্যাপসুল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সপ্তাহে ৩-৪ দিন ব্যবহার করলে চুল ধীরে ধীরে গজাতে শুরু করবে। **পেঁয়াজের রস**- চুল ঝরা বন্ধ করতে পেঁয়াজের রস ফলদায়ক। অনেকেই ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন। তাই টাক পড়ে যাওয়ার আগের পরিস্থিতিতে ভরসা রাখতে পারেন পেঁয়াজের রসের উপর। **পাতিলেবু**- নারকেল তেলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। শ্যাম্পু করার আগে এই মিশ্রণটি মাথায় মেখে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন। সপ্তাহে কয়েক বার ব্যবহার করে ছেড়ে দিলে চলবে না। ধৈর্য ধরে ব্যবহার করুন। উপকার পাবেন।

পায়ের যত্ন হচ্ছে না? রইল ৫ টোটকা

গরমে ত্বকের সুরক্ষা নিয়ে যত চিন্তা। সূর্যের আলো যাতে ত্বক স্পর্শ করতে না পারে, বাইরে বেরোনোর আগে তার জন্য এক প্রকার যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চলে। সানস্ক্রিন মাখা থেকে মুখে ভাল করে স্কার্ফ জড়িয়ে নেওয়া- প্রস্তুতি এক বিন্দু ত্রুটি থাকার জো নেই। অথচ এত কিছুর মধ্যে ব্রাত্য থেকে যায় পা। গরমের প্রভাব কি পায়ের উপর পড়ে না? নিশ্চয় পড়ে। ত্বকের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পা। কারণ এই গরমে পা ঢাকা জুতো পরতে চান না অনেকেই। খোলামেলা জুতো পরার ফলে ধুলো-ময়লা তো বটেই, এমনকি পায়ের ত্বকে পুরু ট্যান পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শক্ত হয়ে যাচ্ছে গোড়ালি। অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যায় গিয়ে পা ফাটতেও শুরু করে দিয়েছে। তাই ত্বকের পাশাপাশি পায়েরও যদি যত্ন নেওয়া যায়, তাহলে আখেড়ে আপনারই লাভ। ১) বাইরে থেকে ফিরে ঈষদুষ্ণ জলে কিছু ক্ষণ পা ডুবিয়ে বসে থাকুন। এতে নখের কোণে জমে থাকা ময়লা সব ধুয়ে যাবে। জলে যদি একটু লেবুর রস এবং বেকিং সোডা মিশিয়ে নিতে পারেন, ট্যানও উঠে যায়। ২) ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন পায়ের ত্বকেও। পায়ের ত্বক অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পায়ে ভাল করে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। পেট্রোলিয়ামজাত প্রসাধনীও ব্যবহার করতে পারেন। ৩) পায়ের ত্বকেও স্ক্রাবিং জরুরি। এতে ত্বকের দাগছোপ, ট্যান একেবারে নিমেষে উঠে যায়। বাড়িতেই স্ক্রাব করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে কফি এবং মধু বেশ কার্যকরী হবে। ৪) দিনের বেলা বাইরে গেলে চেষ্টা করুন পা ঢাকা জুতো পরার। তাতে পা অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকবে। সহজে ট্যান পড়তেও পারবে না। আবার ধুলোবালি থেকেও দূরে থাকবে পা। ৫) বাড়ি ফিরেই স্নানটা আগে সেরে ফেলবেন। স্নান না করুন অন্তত পা ধুয়ে নেওয়া জরুরি। কারণ পা সবচেয়ে বেশি ঘামে। ফলে ঘাম জমে জমে নানাধরনের সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। বেশি ঘামলে পায়ের ত্বকও কুঁচকে যায়। তাই পা সব সময় শুষ্ক রাখা জরুরি।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ - ইন্টারলকিং ওয়ার্ক

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ রেলওয়েতে ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের কাজে বর্ধিত দক্ষতা এবং কার্যকারিতার জন্য রেল ইয়ার্ড পুনর্গঠন এবং অপ্টিমাইজ করা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে ট্র্যাক পুনর্বিন্যাস, উন্নত সিগন্যালিং সিস্টেমের ইনস্টলেশন, ক্রিয়াকলাপকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য অটোমেশন বাস্তবায়নের পরিকাঠামো আপগ্রেড করা। এই ধরনের উন্নতি ভাল ট্রেন চলাচলের দিকে নিয়ে যায়, অনুমান হ্রাস করে এবং সামগ্রিক রেল নেটওয়ার্ক কর্মক্ষমতা উন্নত করে। তদনুসারে, গোরক্ষপুর ক্যান্টের সাথে নন-ইন্টারলকিং কাজ। গজ পুনর্নির্মাণ এবং গোরখপুর ক্যান্টের মধ্যে তৃতীয় লাইন চালু করা। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কুসমহি স্টেশনগুলি ০৭.০৮.২০২৩ থেকে ৩০.০৮.২০২৩ পর্যন্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতিলকরণ-০৯৪৫১ গান্ধীধাম-ভাগলপুর এক্সপ্রেস স্পেশাল (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১১.০৮.২০২৩, ১৮.০৮.২০২৩ এবং ২৫.০৮.২০২৩ তারিখে) এবং ভাগলপুর-গান্ধীধাম এক্সপ্রেস স্পেশাল (১৪.০৮.২০২৩, ২১.০৮.২০২৩ এবং ২১.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু হচ্ছে) ডাইভারশন-১৫০৯৭ ভাগলপুর - জম্মু তাবি অমরনাথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১০.০৮.২০২৩, ১৭.০৮.২০২৩ এবং ২৪.০৮.২০২৩ তারিখে) ছাপরা - গাজীপুর শহর - আউনরিহার জং এর মাধ্যমে ডাইভার্ট করা হবে। -বারানসী-সুলতানপুর-লখনউচারাহা, ১৩০২০ কাঠগোদাম - হাওড়া এক্সপ্রেস ২৯.০৮.২০২৩ পর্যন্ত ১২০ মিনিটের মধ্যে পুনঃনির্ধারিত হবে। যাত্রীদের এই অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

পাকিস্তানে একাধিক বোমা হামলা নিহত ৯ জন, তদন্তে পুলিশ

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট ঃ পাকিস্তানে একাধিক বোমা হামলা নয়জন নিহত হয়েছেন। সোমবার দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই হামলাগুলো ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ-পশ্চিম বেলুচিস্তানের রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে স্থানীয় রাজনীতিবিদসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। তারা সবাই গাড়িতে ছিলেন। অন্য আরেকটি হামলায় দেশটির উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলে দুইজন নিহত হয়েছেন। বেলুচিস্তান প্রদেশের পুলিশ কর্মকর্তা হায়দার আলী জানিয়েছেন, সোমবার প্রদেশের কেচ শহরে বোমা হামলায় সাতজন নিহত হয়েছেন। হামলার পেছনে কারা ছিল, তা স্পষ্ট নয়। হামলায় নিহত রাজনীতিবিদ ইসহাক ইয়াকুব বেলুচিস্তান আওয়ামী পার্টির নেতা ছিলেন। আল জাজিরা বলছে, বৈষম্যের অভিযোগ তুলে অনেক বছর ধরেই বেলুচিস্তানের ছোট ছোট বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো এই ধরনের হামলা চালিয়ে আসছে। তারা প্রদেশের সম্পদ ও সম্পদের ন্যায্য অংশের দাবি করে আসছে।

Name Change

I, UMMAT SEKH is wrongly recorded in my Son's Voter Card No- RVD1600592, S/o- KALIMUDDIN SEKH. Residing at Vill - Bhaduriapara, Post- Faridpur, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Shall henceforth be known as HABIL SEKH. That my name HABIL SEKH and UMMAT SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SOUMEN CHAKRABORTY S/o- SHANKARLAL CHAKRABORTY, Residing at Vill - 1 No Gov Colony, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name SAUMEN CHAKRABARTI is wrongly recorded in my Passport and School Certificate. Shall henceforth be known as SOUMEN CHAKRABORTY. That my name SOUMEN CHAKRABORTY and SAUMEN CHAKRABARTI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ABDUL MANNAN is wrongly recorded in my Son's Passport No- L5504651 and School Certificate, S/o- NAQUIBUDDIN. Residing at Vill - Tartipur, Post- Tartipur, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742166, West Bengal. Shall henceforth be known as MANNAN BISWAS. That my name MANNAN BISWAS and ABDUL MANNAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD IMRAN ALI is wrongly recorded in my Passport No- M5969649, S/o- ATABUDDIN MONDAL. Residing at Vill - Tartipur, Post- Tartipur, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Shall henceforth be known as MD EMARAN MONDAL. That my name MD EMARAN MONDAL and MD IMRAN ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, BISHAKHA SHIL (old name) W/O AMAL SHIL Presently residing at Vill- Haidadpur, PS- Gobardanga, (N) 24 Pgs-743273 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BISHKA SHIL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. BISHAKHA SHIL and BISHKA SHIL all are same and identical persons.

Name Change

I, HABIBUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Passport No- L5504651 and School Certificate, S/o- MANNAN BISWAS. Residing at Vill - Tartipur, Post- Tartipur, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742166, West Bengal. Shall henceforth be known as HABIBUR RAHAMAN BISWAS. That my name HABIBUR RAHAMAN BISWAS and HABIBUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, BURHANUDDIN KUSAI KALOLWALA (old name) S/O KUSAI KALOLWALA Presently residing at 33/4, Prasanna Naskar Lane, PS-Kasba, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Burhanuddin Kalolwala BURHANUDDIN KALOLWALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. BURHANUDDIN KUSAI KALOLWALA and Burhanuddin Kalolwala BURHANUDDIN KALOLWALA both are same and identical persons.

Name Change

I, JAVED AKHTAR alias MOHAMMAD JAWED AKHTAR (old name) S/O HAFIZ AKHTAR UL QADRI Presently residing at No. 52, Rabindra Sarani, near Golcothi, Bow- bazar, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD JAWED AKHTAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. JAVED AKHTAR, MOHAMMAD JAWED AKHTAR and MD JAWED AKHTAR both are same and one identical person.

Name Change

I, MEHRUN NISA alias MEHROON NISHA (old name) W/O AKHTAR HUSSAIN Presently residing at 133/1, S N Banerjee Road, PS- New Market, Kolkata-700013 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MEHERUNNISA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. MEHRUN NISA, MEHROON NISHA and MEHERUNNISA all are same and identical persons.

Name Change

I, DOLY PODDAR (old name) W/O ARUN PODDAR Presently residing at KEOTA FULBAGAN, SAHAGANJ PS CHINSURAH, CHANDANNAGAR, HOOGHLY PIN: 712104 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DALI PODDAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. DOLY PODDAR and DALI PODDAR all are same and identical persons.

Name Change

I, MANSOOR ALAM (old name) S/O ABDUL MANNAN Presently residing at B-24/1/A, Prince Dilawar Jah Lane, PS- Garden Reach, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MANSOOR ALAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. MANSOOR ALAM and MD MANSOOR ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, GURMEET KAUR (old name) W/O KAMALJEET SINGH Presently residing at 3 rd Floor, FL-3B, 1852, Laskarhat, Deb Banerjee Road, Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GURMEET KAUR PURBA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. GURMEET KAUR and GURMEET KAUR PURBA both are same and one identical person.

Name Change

I, RAISHA BEGAM (old name) W/O MD YUNUS Presently residing at 2/3, Dr. Jiban Ratan Dhar Road, Dumdum, Kolkata-700028 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAISA BEGUM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. RAISHA BEGAM and RAISA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, BHUTI BHUTIYA (old name) W/O TEMBA BHUTIA Presently residing at Upper Bansbotay, Namla, Darjeeling-734201 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BHUTIK BHUTIA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. BHUTI BHUTIYA and BHUTIK BHUTIA all are same and one identical person.

Name Change

I, MD KHATIB MONDAL(old name) S/O GOPAL MONDAL Presently residing at Vill & PO- Sulka Durgapur, PS- Gopalnagar, Dist-24 Pgs (N), Pin-743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KHATIB MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. MD KHATIB MONDAL and KHATIB MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SANTOSH KUMAR SINGH (old name) S/O LATE RANJIT SINGH Presently residing at 143/39 PICNIC GARDEN ROAD, BARTALA, PO+ PS- TILJALA KOLKATA 39 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANTOSH SINGH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/08/2023. SANTOSH KUMAR SINGH and SANTOSH SINGH both are same and one identical person.

অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে একমুখী স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৮ আগস্ট ঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের অন্তর্গত গোরক্ষপুর ও কুশমি স্টেশনের মধ্যে প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল যে কয়েকটি ট্রেন ওই সেকশন দিয়ে অতিক্রম করে সেগুলি নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল হয়েছে নয়তো পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। **ট্রেন পরিষেবা বাতিলকরণ**- ০৯ ১৬ ও ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৪৬৫৪ (অমৃতসর জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ১০, ১৭ ও ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬২১

(কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ১১, ১৮ ও ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৪৬৫৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর জং) স্পেশাল ও ট্রেন নং. ১৫৬২২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি বাতিল থাকবে। ১২, ১৯ ও ২৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার জং.- অমৃতসর জং.) স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ১৩, ২০ ও ২৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬১৬ (গুয়াহাটি- উদয়পুর সিটি) স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ১৪, ২১ ও ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর জং.-কাটিহার জং.) স্পেশাল ও ট্রেন নং. ১৫৬৫১ (গুয়াহাটি-জম্মু তাওয়াই) এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি বাতিল থাকবে। ১৬, ২৩ ও ৩০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫২ (জম্মু তাওয়াই-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ১৬ ও ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬১৫ (উদয়পুর সিটি-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫০৭৮ (গোমতী নগর-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ও ২৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫০৭৭ (কামাখ্যা-গোমতী নগর) এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি বাতিল থাকবে। **ট্রেনের পথ পরিবর্তন** - ০৬ থেকে ২৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭০৭ (কাটিহার জং.-অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাপরা জং., গাজিপুর সিটি, বারাণসী, বানারস, প্রয়াগরাজ জং. ও কানপুর সেন্ট্রাল হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ০৬ থেকে ২৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭০৮ (অমৃতসর জং.-কাটিহার জং.) এক্সপ্রেস ট্রেনটি কানপুর সেন্ট্রাল, প্রয়াগরাজ জং., বানারস, বারাণসী, গাজিপুর সিটি ও ছাপরা জং. হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ০৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬১৫ (উদয়পুর সিটি-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি লখনউ, বারাণসী ও ছাপরা হয়ে চলাচল করবে। **স্পেশাল ট্রেন** - এছাড়াও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে রাঙাপাড়া নর্থ থেকে সেকেন্দ্রাবাদ জং. পর্যন্ত একটি ট্রিপের জন্য একটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেন রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ০৫.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১২ আগস্ট, ০৪.১৫ ঘন্টায় সেকেন্দ্রাবাদ জং.-এ পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি রঙিয়া, নিউ আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙা, নিউ জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, কটক, বিশাখাপট্টনম জং., রাজামুন্ড্রী হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ০৯ টি শয়ন শ্রেণি ও ০৫ টি সাধারণ শ্রেণির কামরা থাকবে।

সতর্ক ভারত, যোগাযোগের উন্নতিতে পাহাড় ফাটিয়ে ৭ সুড়ঙ্গ চিন সীমান্তে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ ভারত-চিন সীমান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে। সেই কারণে তাঁরা সাতটি নতুন টানেল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে বলে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন এই টানেলগুলি এই অঞ্চলে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। তিনি জানিয়েছেন, 'গত তিন বছরে, পাঁচটি টানেল তৈরি সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে দশটির কাজ চলছে, এবং সাতটির কাজ পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে।' এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে অটল টানেল, যার মাপ ৯.০২ কিলোমিটার। এর কাজ সফলভাবে ২০২০ সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এর ফলে লাহুল-স্পিতি উপত্যকায় বছরব্যাপী প্রবেশ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মন্ত্রীর মতে, অসমের গুয়াহাটি এবং অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সুবিধার্থে সেলা টানেলটির কাজ আগস্টের শেষের দিকে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভট্ট জানিয়েছেন, '২০১৪ সাল থেকে, মোদী সরকার সীমান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা ২০১৩-১৪ সালে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের বাজেট ৩,৭৮২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৩-২৪ সালে ১৪,৩৮৭ কোটি টাকা করেছে। এটি প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি।' তিনি আরও বলেন যে সেতু নির্মাণের দৈর্ঘ্য ২০১৪-২০২২ সালের মধ্যে সময়কালে ২২৪৩৯ মিটারে প্রসারিত হয়েছে। এটি ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ছিল ৭২৭০ মিটার। পাশাপাশি, সরকার অরুণাচল প্রদেশে প্রায় ১,৮০০ কিলোমিটারব্যাপী একটি ফ্রন্টিয়ার হাইওয়ে তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর লক্ষ্য আন্তঃ-উপত্যকা সংযোগ বৃদ্ধি। এই উদ্যোগটি অভ্যন্তরীণ এবং সীমান্ত সংযোগ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করতে প্রস্তুত বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ভট্ট জানিয়ে দেন যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, দ্রুত নির্মাণ, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দ্রুত প্রশাসনিক ছাড়পত্র দেশের সীমানা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের অটল প্রতিশ্রুতিকে প্রমাণ করে।

রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনে নিহত ৮, আহত আরও ৩১ জন

কিয়েভ, ৮ আগস্ট ঃ পূর্ব ইউক্রেনের দোনেস্ক অঞ্চলে আবাসিক ভবনে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। হামলায় অন্তত আটজন নিহত ও ৩১ জন আহত হয়েছেন। দোনেস্কের পোকরভস্ক শহরে এই হামলা চালানো হয় বলে মঙ্গলবার জানা গেছে। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত ভিডিও এবং ছবিতে দেখা গেছে, হামলায় দুটি উঁচু আবাসিক ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে হতাহতদের উদ্ধার করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছেছে। দোনেস্কের আঞ্চলিক গভর্নর পাভলো কিরিলেঙ্কো জানিয়েছেন, হামলায় আটজন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে পাঁচজন বেসামরিক নাগরিক, দুজন উদ্ধারকর্মী ও একজন সেনা সদস্য রয়েছেন। কিরিলেঙ্কো আরও বলেন, হামলায় একটি হোটেল, আবাসিক ভবন ও অন্যান্য বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহোর ক্লাইমেনকো এর আগে বলেছিলেন, প্রথম হামলায় চার বেসামরিক লোক মারা গেছেন। পরে দ্বিতীয় হামলায় একজন জরুরি কর্মকর্তা নিহত হন। ক্লাইমেনকো বলেন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলমান। এছাড়া আহতদের মধ্যে ইউক্রেনের নিরাপত্তা পরিষেবার দশ সদস্য রয়েছেন। বাকিরা বেসামরিক নাগরিক।

দিনাজপুর স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চালু চায় বাংলাদেশ, ভারতের বিবেচনার আশ্বাস

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ৮ আগস্ট ঃ বন্ধ থাকা দিনাজপুরের বিরল-রাধিকাপুর ইমিগ্রেশন ফের চালু চায় বাংলাদেশ। আজ ৮ আগস্ট সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা সাক্ষাৎ করতে গেলে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এ আগ্রহের কথা জানান। হাইকমিশনার বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎ শেষে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, অনেকগুলো স্থলবন্দর আমাদের ইমিগ্রেশন চালু ছিল। কোভিডের সময় সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছু-কিছু চালু হয়েছে কিছু-কিছু এখনো হয়নি। এগুলো যেন দ্রুত চালু করা হয় সে ব্যাপারে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, 'স্পেশালি বিরল-রাধিকাপুর। এটা আমি বলেছি। কারণ এটা চালু ছিল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যবসা হারাচ্ছি। কিলোমিটার পাড়ি দিতে হচ্ছে। এগুলোর ব্যাপারে তিনি (হাইকমিশনার) পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।' প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'রামগড় মৈত্রী সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করেছিলেন। এখানে আমাদের সব অবকাঠামো হয়ে গেছে। কাস্টমসে চলে গেছে। শুধু ইমিগ্রেশনের কারণে আমরা এটি চালু করতে পারছি না। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করে ফেলতে পারবো।' 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন। তার (সফর) আগেও কিছু-কিছু বিষয় আছে,এগুলো আমরা শেষ করতে পারি-এ কথাগুলো আলোচনা হয়েছে।' ভারতের সফর শেষ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন,'সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যাচ্ছেন।' এই সফরে কী আলোচনা হবে সেটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানবে। এটাতো আমার জানার কথা নয়। তবে যেহেতু দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের মৈত্রী সেতু উদ্বোধন করেছেন, আমরা চাই প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই যেন আমরা এটার অপারেশনে চলে যেতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলবো।' গোমতী নদী খননে অর্থায়নের জন্য ভারত আগ্রহ দেখিয়েছে জানিয়ে নৌপ্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এর বাইরেও আমাদের আশুগঞ্জের যে রাস্তাটা আছে, সেটা আমাদের বাংলাদেশের অর্থায়নে হচ্ছে। পোর্টটা ভারতীয় অর্থায়নে হচ্ছে। সেখানে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। যেন এগুলো আমরা দ্রুত করতে পারি।' খালিদ মাহমুদ বলেন, 'আমাদের ক্রুজ সার্ভিসে অনেকের আগ্রহ আছে। বেশ কয়েকটি বেসরকারি অপারেটর আমাদের কাছে আবেদন করেছে। তারা চায় বাংলাদেশ থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার অথবা ট্যুরিস্ট যাক। ভিসার ব্যাপারে আমরা বলেছি, তারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' তিনি আরও বলেন, 'কোভিডের সময় আমাদের যেসব ক্রুজ ভারত যেত তারা জাহাজ থেকে নামতে পারতো না। এ বিষয়টি আমরা জানিয়েছি, যেন এটা রিলাক্স করে দেওয়া হয়।

চার্চগেটে সিগন্যালে বিপত্তি, বিপর্যস্ত ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ৮ আগস্ট ঃ দক্ষিণ মুম্বইয়ের চার্চগেটে মঙ্গলবার সকালে সিগন্যাল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সিগন্যাল পরিষেবা ব্যাহত বিপর্যস্ত লোকাল ট্রেন পরিষেবা। পশ্চিম রেলের রেলকর্মকর্তারা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। রেল কর্মকর্তাদের মতে, মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ মুম্বইয়ের চার্চগেটে সিগন্যাল পরিষেবা ব্যাহত হয়। তারফলে পশ্চিম রেলওয়ের লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। যাত্রীরা জানিয়েছেন, সিগন্যাল খারাপ থাকায় সকালে ভিড়ের সময় শহরের রেল পরিষেবা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

করনদিঘিতে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

করনদিঘি, ৮ আগস্ট ঃ করনদিঘি থানার বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়কের রসাখোয়ার খাড়ুয়া মুন্সিপাড়া মুঘলধারে বৃষ্টির মধ্যে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে হত ২। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ বুলবুল আহমেদ জানান, দুর্ঘটনার পর দুটি ট্রাকের চালকই ট্রাকের মধ্যে আটকে ছিল।

হাসমি চকে বিধায়কের উপস্থিতিতে মহিলা মোর্চার ধর্ণা চলছে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ এই রাজ্যে মহিলারা অসুরক্ষিত, এমনি অভিযোগ তুলে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি মহিলা মোর্চা রাজ্যজুড়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচার চলছে, এই রাজ্যে মহিলারা অসুরক্ষিত, এমনি অভিযোগ তুলে দুদিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি মহিলা মোর্চা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির হাশমি চকে চলা এই কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনে পড়ল । মহিলার মোর্চার নেতৃত্বদের অভিযোগ, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের একের পর এক ঘটনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না রাজ্য সরকার। এরই প্রতিবাদে তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

গঙ্গার ভাঙ্গনে তলিয়ে গেল রতুয়া থানার পুলিশ ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ আগস্ট ঃ গঙ্গার ভাঙ্গনে এবার তলিয়ে গেল রতুয়া থানার মহানন্দাটোলা এলাকার আস্ত একটি পুলিশ ক্যাম্প। সোমবার রাতের এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু পরিবার গঙ্গার ভাঙ্গনের জেরে বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে। যদিও পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরা আগে থেকেই জিনিসপত্র নিয়ে স্থানীয় একটি ফ্ল্যাড সেন্টারে আশ্রয় নিয়েই রযেছেন। রতুয়া থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, মহানন্দাটোলায় পুলিশ ক্যাম্পটি গঙ্গার ভাঙ্গনে তলিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ওই পুলিশ কর্মীদের স্থানীয় ফ্ল্যাড সেন্টারে সরিয়ে আনা হয়েছে। তবে গ্রামে নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই। যেভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে পুলিশ অফিসার, কর্মীরা কাজ করছিলেন । সেই ভাবে কাজ করে চলেছেন । আপাতত একটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরির চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি জানিয়েছেন, গঙ্গার এপারে যেমন মালদা জেলা রয়েছে। এতদিন তো কেন্দ্রের অন্তর্গত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করে এসেছিল। গত কয়েক বছরে আচমকা কাজ বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে সেচ দপ্তরের অফিসারেরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে এবং ভাঙ্গন ঠেকানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। যে কাজ কেন্দ্রকে করা উচিত ছিল, সেই কাজ এখন জেলা প্রশাসনকে করতে হচ্ছে। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, একটা সময় পর্যন্ত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করে এসেছে। কিন্তু এই সব এলাকায় এতটাই তৃণমূলের তোলাবাজি হয় যে সেখানে সঠিকভাবে কাজ করা যায় না। গত কয়েক বছর ধরে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ সেচ দপ্তর করছে। কিন্তু সেই কাজেও দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে করছি। যার ফলে এখন সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে বিভিন্ন নালা ও জলাশয়ে ছাড়া হলো গাপ্পি মাছ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নালা ও জলাশয়ে ছাড়া হলো গাপ্পি মাছ। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন বাজারে এই মাছগুলি ছাড়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়া বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুনাভ দাস সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান মহকুমা পরিষদ থেকে প্রায় দুই লক্ষ গাপ্পি মাছ ব্লক প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে, যে সকল নালা ও জলাশয়ে ডেঙ্গুর মশা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি আমাদের ভিআরপিরা বিভিন্ন জায়গায় চিহ্নিত করে, আজ সেই জায়গা গুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এই মাছগুলি যাতে বেঁচে থাকে এবং আগামী দিনে ডেঙ্গুর প্রকোপ যেন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বিদ্যালয় ও রাজ্যসড়কে জল জমে বেহাল দশা এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৮ আগস্ট ঃ নিকাশী নালা না থাকায়, বর্ষার জল জমে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাজ্যসড়কে জল জমে বেহাল দশা এলাকাবাসীর। এমনই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও এলাকার নিকাশী মেলা মেরামত করেনি তাই বর্ষার জল জমে প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ও রাজ্যসড়কে বন্যার আকার ধারণ করেছে। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রামগঞ্জের বাসিন্দারা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

বিশ্বভারতীর উচ্ছেদের নোটিশে স্থগিতাদেশ

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৮ আগস্ট ঃ অমর্ত্য সেনকে বিশ্বভারতীর উচ্ছেদের নোটিশে স্থগিতাদেশ দিল সিউড়ি জেলা আদালত। এই নোটিশে আগেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফের ১৬ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ততদিন পর্যন্ত 'প্রতীচী' বাড়ির জমি খালি করতে পারবে না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। অমর্ত্য সেন তাঁর শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে ১৩ শতক জমি দখল করে রেখেছেন, এই অভিযোগ তুলেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এমনকি, অধ্যাপক সেনকে জমি খালি করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে পর পর ৪ টি চিঠি দিয়েছিল বিশ্বভারতী। পরে জমি খালি করার সময়সীমাও বেঁধে দিয়ে 'প্রতীচী' বাড়ির গেটে নোটিশ লাগিয়ে দেয় বিশ্বভারতী। প্রয়াত পিতা আশুতোষ সেনের উইল অনুযায়ী সম্পূর্ণ জমি (১.৩৮ একর) পুত্র অমর্ত্য সেনের। এই দাবি করে সিউড়ি জেলা আদালত ও পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন 'নোবেল জয়ী' অমর্ত্য সেন। কলকাতা হাইকোর্ট বিশ্বভারতীর উচ্ছেদের নোটিশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল ও মামলাটি নিম্ন আদালতকে শোনার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মত সিউড়ি জেলা আদালতে মামলাটি চলছিল। এদিন সিউড়ি জেলা আদালতের বিচারক বিশ্বভারতীর উচ্ছেদের নোটিশে স্থগিতাদেশ দেন। অর্থাৎ, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জমি খালি করতে পারবেন না। ১৬ সেপ্টেম্বর ফের মামলাটি আদালতে উঠবে। ততদিন এই স্থগিতাদেশ বলব থাকবে। অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, এতদিন দুপক্ষের সাওয়াল-জবাব শুনেছেন মহামান্য আদালত। এদিন রায় দেওয়ার দিন ছিল। আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি বিশ্বভারতীর কাছে নথি চাওয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ফের দিন দেওয়া হয়েছে। ততদিন বিশ্বভারতী কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

তৃণমূল সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও নদীয়ায় পঞ্চায়েত গড়লো বিজেপি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ আগস্ট ঃ নদীয়ায় রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের এলাকায় তৃণমূলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত গঠন করলো বিজেপি। এমনই ব্যাতিক্রমি ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত রুই পুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। জানা যায় রুই পুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ২২টি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২২ টির মধ্যে ১৩ টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএম পায় ২টি আসন ও বিজেপি জয়লাভ করে ৭ টি আসনে। ভোটের পর তৃণমূলের ১ জন জয়ী প্রার্থীর মৃত্যু হলে শাসক দলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ টিতে। আর মঙ্গলবার তৃণমূলের দুই বিক্ষুব্ধ জয়ী প্রার্থী ও সিপিএমের দুই জন জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে রুই পুকুর পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল বিজেপি। সূত্র মারফত জানা যায় এই পঞ্চায়েতে যার নাম প্রধান হিসেবে উঠে আসে তৃণমূলের সেই সদস্যকে মেনে নিতে পারেনি তৃণমূলেরই জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে ২ জন, এবং তারা বিরোধিতা করে। ও বোর্ড গঠনের সময় বিজেপির সাথে হাত মেলায়। যার ফলে প্রথমদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও পরবর্তীতে তৃণমূলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ টি। ও বিজেপি কে সমর্থন করে সিপি (আই) এমের দুজন জয়ী প্রার্থী। এবং সিপিএম ও তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ দুই প্রার্থীর সমর্থনে মঙ্গলবার রুই পুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করে বিজেপি। এবং প্রধান হন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী অনুপ বিশ্বাস। পাশাপাশি উপপ্রধানের দায়িত্ব পান বিজেপির জয়ী প্রার্থী সুপ্রিয়া মণ্ডল। এই প্রসঙ্গে সিপিআইএমের জয়ী প্রার্থী ইসরাফিল শেখ জানান, স্বচ্ছ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করতেই আমরা একজোট হয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড টি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে যেকোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই দিন সকাল থেকেই রুই পুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে ছিল করা পুলিশী প্রহরা।

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধোর করে খুন করার অভিযোগ জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ নয় মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধোর করে খুন করার অভিযোগ উঠলো ময়নাগুড়িতে। অভিযোগের তীর জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই বিষয়ে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোক ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। জানা যায়, মৌলানি এলাকার প্রিয়াঙ্কা রায়ের সাথে রামশাই এলাকার বিশ্বদেব রায়ের বিয়ে হয় প্রায় বছর খানেক আগে। এদিকে নয় মাসের অন্তঃ সত্ত্বা হলেও গৃহবধূর উপর শারীরিক নির্যাতন চালাতো বলে অভিযোগ। স্বামী সহ বাড়ির বাকি সদস্যরাও সেই গৃহবধুর উপর অত্যাচার চালাতো। গত সোমবার রাতে আচমকা ব্যথা অনুভব করায় শ্বশুর বাড়ির লোক স্থানীয় কবিরাজ বা ওঝার কাছে নিয়ে যায়। এই অবস্থায় গৃহবধূর বাপের বাড়িতে ফোন করে বিষয়টি জানালে বাড়ির লোক পৌঁছায় সেখানে। সেখানেই অচৈতন্য অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হবে। বুধবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোক ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির লোক। অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মৃত গৃহবধূর স্বামী বিশ্বদেব রায়কে আটক করে। তাকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গৃহবধুর শ্বশুর বাড়ির পরিজনরা।

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363 ; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 31.03.2023 Unaudited	Quarter ended 30.06.2022 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	1.59	3.92	0.98	6.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-4.14	1.24	-1.76	-3.81
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-4.14	1.24	-1.76	-3.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-4.14	1.24	-1.76	-3.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-4.14	-0.46	-1.76	1.00
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.13	0.04	-0.06	-0.12

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on August 8, 2023.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place: Kolkata
Date: 08.08.2023

DECILLION FINANCE LIMITED

CIN:L65999WB1995PLC067887
Regd. Off: Jajodia Tower, 4th Floor, Room No-D-8, 3, Bentinck Street, Kolkata-700001 E-Mail: info@decillion.co.in Website: www.decillion.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 31.03.2023 Unaudited	Quarter ended 30.06.2022 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	27.47	22.87	20.57	90.61
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	12.85	(46.38)	8.64	(8.34)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	12.85	(46.38)	8.64	(8.34)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	9.62	(34.17)	6.07	(6.17)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11.88	97.14	(13.72)	98.95
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.27	-0.98	0.17	(0.18)

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 1st Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th August, 2023.

For and on behalf of Board of Directors
For Decillion Finance Limited
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
(DIN: 00468744)

Place: Kolkata
Date: 08.08.2023

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED

CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd.Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, WEBSITE: www.scintilla.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2023

(₹ in Lakh)

Sl No	Particulars	Standalone Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Standalone Quarter Ended 31.03.2023 Unaudited	Standalone Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Standalone Year Ended 31.03.2023 Audited	Consolidated Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Consolidated Quarter Ended 31.03.2023 Unaudited	Consolidated Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Consolidated Year Ended 31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	15.67	18.16	12.84	53.26	15.67	18.16	13.33	53.26
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.99	-10.60	0.91	3.43	-6.25	-14.17	1.40	0.34
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.99	-10.60	0.91	3.43	-6.25	-14.17	1.40	0.34
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-4.48	-7.80	0.77	2.70	-4.74	-11.72	1.26	-0.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-4.48	-7.80	0.77	2.70	-4.74	-11.72	1.26	-0.74
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)								
	Basic & Diluted	-0.04	-0.08	0.01	0.03	-0.05	-0.12	0.01	-0.01

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 8 th August, 2023.

Place : Kolkata
Dated : 08.08.2023

FOR SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED
JITENDRA KUMAR GOYAL
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00468744

ডেঙ্গি ঠেকাতে বিশেষ অভিযান দিনহাটা পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ আগস্ট ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে ডেঙ্গির প্রকোপ। ডেঙ্গি ঠেকাতে দিনহাটা পুরসভা এলাকায় বিশেষ অভিযান দিনহাটা পৌরসভার। দিনহাটা পৌরসভার পক্ষ থেকে আজ দিনহাটা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযানে নামে পুর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পৌরসভার পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায়. সাফাই কর্মীদের বিশেষ টিম নামিয়ে নোংরা আবর্জনায় জমে থাকা ড্রেনগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ছাড়াও স্প্রে করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থনাথ সরকার, পুরসভার আধিকারিক অসিত বল সহ প্রমুখ। ডেঙ্গি রোগ মোকাবিলায় নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুরো কর্তৃপক্ষ। নোংরা আবর্জনা জমে কার্যত বেহাল হয়ে থাকা ড্রেন গুলি এদিন কর্মীরা পরিষ্কার করে। পর্যায়ক্রমে এই সাফাই অভিযান চলবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানান। পুরসভার চেযারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী জানান, শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পুর কর্তৃপক্ষ সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন শহরের ৯ ওয়ার্ডে ড্রেনগুলি পরিষ্কারের পাশাপাশি যেসব ড্রেনে জল জমে থাকছে সেখানে নিয়ম মেনে স্প্রে করা ছাড়াও সেই জমা জল নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যত্রতত্র প্লাস্টিক পড়ে থাকায় অতিষ্ঠ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ রবি ও সোমবার শ্রাবণী মেলায় উপচে পড়া ভিড় হলেও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ময়নাগুড়ি জল্পেশ সংলগ্ন এলাকার মানুষ। এই দুই দিন দুর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা মঃিদরে আসেন পুজো দিতে। কিন্তু প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের ব্যাবহার নিষিদ্ধ থাকলেও তার ব্যাবহার রমরমিয়ে চলছে জল্পেশ মন্দিরে। মন্দির চত্বরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ব্যানার থাকলেও কর্ণপাত করেন না সাধারণ পুণ্যার্থীরা ও ব্যবসায়ীরা। এমনকি অনেক সমাজসেবী পুণ্যার্থীদের সেবা করার জন্য সুদূর তিস্তা থেকে রাস্তার পাশে বিভিন্ন জায়গায় বা বাড়ির সামনে খাদ্য বা পানীয় দিয়ে থাকেন। তবে পানীয় দেওয়া বা খাদ্য বিলি করার পর ফেলে রেখে যান আবর্জনা। আর এতেই অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ময়নাগুড়ি জল্পেশ মোড় এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে অনেকেই শরবত, জল দেওয়ার জন্য স্টল লাগান বাড়ির সামনে। কিন্তু পরিষেবা দিলেও জলের কাপ, প্লাস্টিক পরিষ্কার করেন না।

VIRAT LEASING LIMITED

CIN:L65910WB1984PLC098684
Regd. Off.: 1, Crooked Lane, 3rd Floor, Room No. 324, Kolkata–700069
Corp. Off: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8,Kolkata-700001
E-Mail: info@vll.co.in Website: www.vll.co.in

EXTRACT OF OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Unaudited	Quarter ended 30.06.2022 Unaudited	Year ended 30.06.2023 Audited
1	Total Revenue from Operations	24.85	23.64	26.59	98.83
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	10.66	(37.15)	17.40	(5.05)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	10.66	(37.15)	17.40	(5.05)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	7.86	(28.28)	14.32	(4.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.47	(20.46)	12.63	(4.59)
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted :	0.06	(0.22)	0.11	(0.04)

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the 1st Quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th August 2023.

For Virat Leasing Limited
sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 08.08.2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), Jai Hind Jal Prakalpa, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/JHJP/16/2023-2024

Name of the Work: **Improvement of illumination around the periphery of Primary Settling Tank of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,85,703.75.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.**

(2) NIT No. : KMC/WS/JHJP/10/2023-2024

Name of the Work: **Removal of sludge from Clarifier Unit-4 at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,74,908.65.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.**

(3) NIT No. : KMC/WS/JHJP/11/2023-2024

Name of the Work: **Repairing of damaged floor surface of Process Control House 1 & 2 at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,77,865.46.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.** Period of completion: **14 days [For Sl. No. 1 to 3].** Last Date and Time of submission of bid: **22.08.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** For detailed information please visit the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer (Water Supply), S. S. Unit, KMC** invites e-tender online system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/SSU/119/03/2023-24

Name of the Work: **Diversion of 200 mm dia water supply pipe line at Vinoba Bhave Road near H/No. 29 in Ward No. 119, Br.-XIII.** Estimated Amount: **Rs. 2,98,373.41.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last Date and Time of submission of bid: **28.08.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on: **31.08.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2023 at 5 p.m.** from the website: **https://etenders.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-129/01/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Installation of valve (BFV) on 600 mm dia. pipe with allied works at Gopal Mishra Road near Senpally Booster in Ward No. 129 under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,44,663.19.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of completion: **10 days.** Date of uploading of NIT and other documents (online): **10.08.2023 at 4 p.m.** Documents download/ sell start date (online): **11.08.2023 at 4 p.m.** Document download/sell end date (online): **25.08.2023 at 4 p.m.** Bid submission start date (online): **11.08.2023 at 4 p.m.** Bid submission closing date (online): **25.08.2023 at 4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **29.08.2023 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/WS/JOKA/10/2023-24

Name of the Work: **Development of work by replacement of old damaged 100 mm dia. C.I. F/W Service Mainat Bhattacharjee Para Road Bye Lane, Kamarpara Roa from Premises No. 139G, Premises No. 138/8 to Premises No. 22/2 to 11/1 in Ward No. 125.** Estimated Amount: **Rs. 4,36,802.53.** Earnest Money: **Rs. 8,900.00.** Period of completion: **20 days.** Time and last date of receipt/opening of tender (online): **22.08.2023 upto 5 p.m. and 25.08.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2023 at 10 a.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/GRU, KMC** invites e-tender for the following works (submission of bid through online):

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/06/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/139/009

Name of the Work: **Development by laying of 150 mm dia. pipe for water service main at near V82, V75, V70, V52 at Hedarar Lane in Ward No. 139, Br-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,10,235.20.** Earnest Money: **Rs. 6,210.00.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/07/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/139/011

Name of the Work: **Development of water supply network by laying 100 mm dia. water main near V123, V120, V170, V171, V172 etc. Karbala Road for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No.139, Br-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,02,019.47.** Earnest Money: **Rs. 8,050.00.**

(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/05/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/139/007

Name of the Work: **Development by laying of 150 mm dia. pipe for water service main at near V245, V241, V236, V234, V234/1 Thander Para, in Ward No. 139, Br-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,63,158.88.** Earnest Money: **Rs. 5,270.00.**

(4) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/01/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/133/004

Name of the Work: **Development of water supply network by laying 100 mm dia. water main near N-154 to N-134/A etc. Bengali Bazar High School for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,02,886.97.** Earnest Money: **Rs. 2,060.00.**

(5) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/04/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/136/004

Name of the Work: **Development of water supply network by laying 100 mm dia. water main near Premises No. O-175, O-175/10, 0-38, N-298 etc. Dwenbagan Lane for augmentation of supply water at the adjoining areas of in Ward No. 136, Br.-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,79,905.82.** Earnest Money: **Rs. 7,600.00.**

(6) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/03/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/136/003

Name of the Work: **Development by laying of 150 mm dia. DI pipe for water service main at near 0132 to171/2 O105/A, O107 at Dwenbagan Lane, in Ward No. 136, Br-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,63,158.88.** Earnest Money: **Rs. 5,270.00.**

(7) NIT No. : EE(WS)/BR-XV/NIeT/02/2023-24

Tender Reference No.- WS/GRU/2324/136/005

Name of the Work: **Development of water supply network by laying 100 mm dia. water main near J-67/1, J-67, J-70/1 etc. Fatepur Village Road for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 136, Br.-XV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs.1,06,772.25.** Earnest Money: **Rs. 2,140.00.** Priod of Completion: **60 Days [For Sl. No. 1 to 7].** Last date and time of online submission of tender: **18.08.2023 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 7].** For full and further details, please visit the **website https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **[For Sl. No. 1 to 7].**

552/23-24

বিশ্বকাপ নাই জেতো, কিন্তু পাকিস্তানের কাছে হেরো না

বিশ্বকাপ নিয়ে মুখ খুললেন ধাওয়ান

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ যেন একই টুর্নামেন্টের ভিতর আর একটা টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন একদিকে। আর একদিকে, পাকিস্তানকে হারানোর সংকল্প। প্রথমটা পূরণ না হলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু দ্বিতীয়টা না করতে পারলে দেশের জানতার সামনে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এতেই শেষ নয়, কেরিয়ারে চিরকালীন কালো দাগ পড়ে যেতে পারে। ভারতে যেমন এটা সহজ সত্যি, পাকিস্তানেও তাই। আর সেই কারণেই রোহিত শর্মার ভারত ও বাবর আজমের পাকিস্তান দুই বিশ্বকাপ জেতার জন্য যেমন পরিকল্পনা সাজাচ্ছে, তেমনই একে অপরকে হারানোর ছক তৈরি রাখছে। আশ্চর্যের হলেও পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উত্তেজনাও আকাশছোঁয়া থাকে। শিখর ধাওয়ানের মতো বহু যুদ্ধের সৈনিক মুখ খুললেন যা নিয়ে। কী বললেন তিনি? বিশ্বকাপে মুখোমুখি হওয়ার আগে এশিয়া কাপেও একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত-পাকিস্তান। শিখরের কথায়, ''এট চিরকাল যা হয়ে আসছে, তাই হবে। বিশ্বকাপ জেতো আর নাই জেতো, পাকিস্তান ম্যাচ হারলে চলবে না। কিন্তু বিশ্বকাপ জেতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আশা করি ঘরের মাঠে আমরা সেটা করে দেখাতে পারব। আর পাকিস্তান ম্যাচে রোমাঞ্চ থাকে ঠিকই, কিন্তু চাপও থাকে যথেষ্ট। দুটো টিমই ভীষণ তেতে থাকে। পাকিস্তানি প্লেয়ারদের সঙ্গে হালকা কথাবার্তাও হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার পর একটা তৃপ্তি থেকে যায়। আমি কেরিয়ারে যত ম্যাচ খেলেছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার অধিকাংশই জিতেছি।'' শিখর ধাওয়ান দেশের হয়ে ৩৪টা টেস্ট খেলেছেন। ১৬৭টা ওয়ান ডে ও ৬৮টা টি-টোয়েন্টিতেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতের বাঁহাতি ওপেনার হিসেবে তিনি যথেষ্ট সফলও। কিন্তু বছর দুয়েক সে ভাবে আর সিনিয়র টিমে দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের সময় টিমে ফিরবেন কিনা, সেটাই দেখার। বিশেষজ্ঞ মহলের অনেকেই বলছেন, শিখরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো উচিত। বিশেষ করে টিমে মিডল অর্ডারে রয়েছে সমস্যা। শিখরকে ওপেন করিয়ে টপ অর্ডারের তরুণ ব্যাটারদের মিডল অর্ডারে খেলানো যায় কিনা,

তাও বিকল্প হিসেবে ভাবতে বলছেন কেউ কেউ। সেই সঙ্গে ভারতীয় টিম এখন চোটে জর্জরিত। শিখরের মতো সিনিয়র ক্রিকেটার থাকলে তরুণদের সুবিধেই হবে। শিখর নিজেও স্বপ্ন দেখছেন ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তনের।

৪১-এ দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় সেরেনা

নিউ ইয়র্ক, ৮ আগস্টঃ অন্তঃসত্ত্বা সেরেনা উইলিয়ামস! হ্যাঁ, ৪১ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার সন্তানের মা হতে চলেছেন তিনি। সেরেনার প্রথম সন্তান অলিম্পিয়ার বয়স ৫ বছর। চলতি বছরের শেষের দিকে পৃথিবীর আলো দেখবে সেরেনা ও অ্যালেক্সিস ওহানিয়ানের দ্বিতীয় সন্তান। মেট গালার মঞ্চে চলতি বছরের মে মাসেই

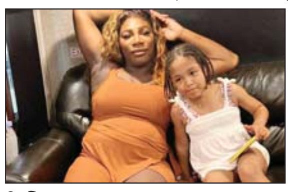

দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের খবর জানিয়েছিলেন সেরেনা। গুচির ব্ল্যাক গাউনে বেবি বাম্প স্পষ্ট। প্রায়ই বেবি বাম্পের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে অনুরাগীদের স্বাস্থ্যের আপডেট দেন টেনিস কুইন। ৭ আগস্ট গুচি ব্র্যান্ডের সবুজ আউটফিটে ধরা দেন সেরেনা। চোখে মুখে তাঁর প্রেগন্যান্সি গ্লো। স্বামী অ্যালেক্সিস ও মেয়ে অলিম্পিয়াকে নিয়ে কিছুদিন আগেই আসন্ন সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় ফাঁস করেছেন সেরেনা। ইনস্টাগ্রামের পোস্ট করা ওই ভিডিয়ো বলছে, সেরেনার কোল আলো করে আসছে কন্যাসন্তান। টেনিস জগতে উইলিয়ামস বোনেরা রাজত্ব চালিয়েছেন বহু বছর ধরে। এ বার কি উইলিয়ামস-ওহানিয়ান বোনেদের পালা? সময়ই বলবে।

মুখে টেপ পেঁচিয়ে কেন এমন অনুশীলন সিওনটেকের

মন্ট্রিয়ল, ৮ আগস্টঃ অনুশীলনের জন্য অ্যাথলেটদের অভিনব পথ বেছে নেওয়ার ঘটনা নতুন নয় মোটেও। মেয়েদের টেনিসের ১ নম্বর তারকা ইগা সিওনটেক এবার আলোচনায় এসেছেন তেমনই এক পদ্ধতিতে অনুশীলন করে। কানাডিয়ান ওপেনের আগে পোলিশ টেনিস তারকাকে অনুশীলন করতে দেখা গেছে মুখে টেপ পেঁচিয়ে। সিওনটেকের এমন অনুশীলনের ছবি আসার পর সরব হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। কেন এমন করতে পারেন এই ২২ বছর বয়সি, সে আলোচনাও চলেছে। সংবাদ সম্মেলনে সিওনটেক অবশ্য নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন অনুশীলনে তাঁর এমন পদ্ধতির কারণ। মুখে টেপ পেঁচিয়ে অনুশীলনের পরামর্শ সিওনতেককে দিয়েছেন তাঁর ফিটনেস কোচ মাসিয়েই রিশ্চুক। 'এনডিউরেনন্স বা 'লম্বা সময় ধরে টিকে থাকা'র সামর্থ্য বাড়াতে অক্সিজেন নেওয়ার পথ রুদ্ধ করতেই এমন পদ্ধতি বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্ট্রিয়লে সাংবাদিকদের সিওনটেক বলেন, ''শুধু নাক নিয়ে নিলে নিশ্বাস নেওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হার্ট রেট (হৃদ্‌কম্পন) সহজেই বাড়ে এতে। আমি অবশ্য একেবারে পুরোপুরি এটি ব্যাখ্যা করতে পারব না, কারণ আমি বিশেষজ্ঞ নই। মাঝেমধ্যে তারা আমাকে এমন কিছু করতে বলে, যা আমি বুঝি না। তবে দীর্ঘ সময় ধরেই এমন কিছু করে আসছি। এর ফলে এখন (মানিয়ে নেওয়া) সহজ হয়ে গেছে।'' ঠিক না বুঝলেও সিওনটেক এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'তবে মুখে টেপ পেঁচালে কোর্টে যা কিছু করছি, সেসব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বেশ। এর ফলে আমাকে খুব দ্রুত দৌড়াতে না দিয়ে এটি এনডিউরেন্স বাড়াতে এবং আরও কঠিন কাজ করতে সহায়তা করবে বলে আমার অনুমান।' সিওনটেকের প্রস্তুতির তালিকায় টেপ-পদ্ধতিই অবশ্য প্রথম ব্যতিক্রমী কিছু নয়। তিনি একমাত্র খেলোয়াড়, যাঁর সঙ্গে পূর্ণ মেয়াদে একজন স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট (ক্রীড়া মনোবিদ) থাকেন। তাঁর মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের কার্যক্রমতা পরীক্ষা করতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। বুদ্ধিমত্তা পরিমাপে তাঁর জন্য ধাঁধা এবং ছোটখাটো খেলারও ব্যবস্থা থাকে। মন্ট্রিয়লে দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যারোলিনা প্লিসকোভার মুখোমুখি হবেন সিওনটেক। এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালের প্রতিপক্ষ ক্যারোলিনা মুখোভার মুখোমুখি হতে পারেন তিনি শেষ ১৬-তে। সর্বশেষ উইম্বলডনে কোয়ার্টার ফাইনালেই বাদ পড়লেও কানাডায় আসার আগে নিজ দেশে ওয়ারশ ওপেন জিতেছেন এখন পর্যন্ত চারটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী সিওনটেক। তবে এ মাসের শেষে শুরু হতে যাওয়া ইউএস ওপেন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ওয়ারশতে হার্ড কোর্টে খেলা আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে তাঁকে, ''গত বছর ঘাসের কোর্ট থেকে লাল মাটি, এরপর আবার হার্ড কোর্টে খেলা বেশ কঠিন ছিল।

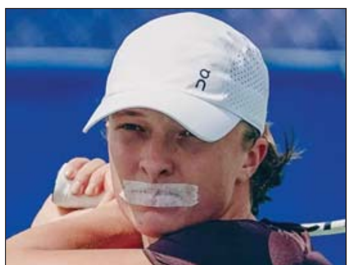

এবার ওয়ারশতে হার্ড কোর্টে খেলা আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। এ বছর সুন্দর একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি বলেই মনে হচ্ছে। নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াটা সহজ হচ্ছে। ইউএস ওপেনের আগে এটিকে দারুণ মনে হচ্ছে।'' গত বছর টানা ৩৭টি ম্যাচ জেতার পর উইম্বলডন এবং পরে ওয়ারশতে হেরে ইউএস ওপেনে যেতে হয়েছিল সিওনটেককে। এবার পরিস্থিতিটা ভিন্ন, ''আমার ভালোভাবেই মনে আছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। এর ফলে কোথায় উন্নতি করতে হবে, সে ব্যাপারে আরও মনোযোগী ছিলাম। কিন্তু এমন কিছু শটে আটকে যাচ্ছিলাম, যেগুলো আমার পছন্দ নয়। এ বছর তেমন কিছু হচ্ছে না, নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।'' মন্ট্রিয়লে এর আগে খেলেননি সিওনটেক। তবে কানাডায় তাঁর সুখস্মৃতিই আছে। ২০১৯ সালে টরন্টোতে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা সিওনটেক তিন সেটের ম্যাচে চমকে দিয়েছিলেন ক্যারোলিন ওজনিয়াকিকে। এরপর নাওমি ওসাকার সঙ্গেও স্মরণীয় লড়াই হয়েছিল তাঁর। বড় মঞ্চে খেলার আত্মবিশ্বাস কানাডাতেই পেয়েছিলেন তিনি। সে অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকিয়ে সিওনটেক বলেছেন, ''যখন টরন্টোতে খেললাম, আমার কাছে এটা ব্রেকথ্রুর মতো ছিল। কারণ, এর পরই আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে আমি বড় খেলোয়াড়দের হারাতে পারি, অভিজ্ঞদের হারাতে পারি। কারণ, আমার মনে আছে, প্রথম সেট ৬-০-তে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। এর ফলে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে ম্যাচে মনোযোগ দিতে পেরেছিলাম।''

পাঁচদিনেই মত বদল! অবসর ভেঙে ফিরছেন মনোজ তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ মাত্র পাঁচদিনেই সিদ্ধান্ত বদল! অবসর ভেঙে ফিরতে চলেছেন বাংলার গতবারের অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। গত বৃহস্পতিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় হঠাৎই অবসরের কথা জানান সিনিয়র ক্রিকেটার। দীর্ঘ কেরিয়ারে দেশের হয়ে ও বাংলার হয়ে যথেষ্ট সফল কেরিয়ারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁকে শুভেচ্ছাও জানান অনেকে। পাঁচ দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদল করে ফেললেন মনোজ। বাংলা ক্রিকেটের স্বার্থেই খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মন্ত্রীমশাই। গত বারও মনোজের ক্যাপ্টেন্সিতে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে ওঠে বাংলা। তবে কাপ আর ঠোঁটের দূরত্ব থেকেই যায়। চার বার রঞ্জির ফাইনাল খেলেও ট্রফি জয়ের স্বাদ পাননি বঙ্গ ক্রিকেটার। শোনা যাচ্ছে, কিছুটা অভিমান নিয়েই নাকি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মনোজ। মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত বদলালেন তিনি। মনোজের অবসর ঘোষণার পরই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন সিএবি কর্তারা। তাঁর মতো সিনিয়রকে টিমের দরকার। এই মুহূর্তে মনোজ আর অনুষ্টুপ-দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ছাড়া বঙ্গ ক্রিকেটে ভরসা দেওয়ার মতো তেমন কোনও ব্যাটার নেই। গত রঞ্জিতেও ব্যাট হাতে ভরসা দিয়েছিলেন এই দুই সিনিয়র। এই মুহূর্তে মনোজের শূন্যতা পূরণ করাও বেশ কঠিন। সেই সঙ্গে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও দায়িত্বের সঙ্গে পালন করছেন তিনি। তাই রঞ্জি ট্রফির কথা ভেবেই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টায় নামেন সিএবি কর্তারা। সব দিক ভেবেই মত বদল করার সিদ্ধান্ত নেন মনোজ তিওয়ারি। জাতীয় দলের জার্সিতে সেঞ্চুরি করার পরও ব্রাত্য থেকেছেন। আইপিএলেও সাফল্য পেয়েছেন মনোজ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে আইপিএল জয়ের স্বাদও পেয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটেও মনোজের রেকর্ড ঈর্ষণীয়। এত কিছুর পরও জাতীয় দলের আর ফেরা হয়নি তাঁর। সেই আক্ষেপ এখনও রয়ে গিয়েছে মনোজের। মন্ত্রীত্ব সামলানোর পাশাপাশি গত বছর বাংলাকে রঞ্জিতে নেতৃত্ব দেন। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বঙ্গ অধিনায়কের পোস্ট মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। তবে মনোজের মত বদল করার সিদ্ধান্তে বঙ্গ ক্রিকেটে যে কিছুটা স্বস্তি ফিরল, তা বলাই যায়।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত সুনীল ছেত্রীর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, ভর্তি হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ৮ আগস্টঃ ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সোনম ভট্টাচার্য ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সোনমকে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন সুনীল। আগামী মাসেই সুনীলের বাবা হওয়ার কথা। জাতীয় দলের কোচ স্টিম্যাচের কাছ থেকে আগেই ছুটি নিয়েছেন তিনি। যাতে জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে না হয়। সোমবার সকালে সোনমের অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল অনেকটাই নেমে গিয়েছিল। তবে এখন তিনি কিছুটা ভালো আছেন। এই খবর পেয়ে প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সুব্রত ভট্টাচার্য এবং তার স্ত্রী লতা ভট্টাচার্য। পরিবারের নতুন অতিথির অপেক্ষায় দিন কাটছে সুনীল ও সোনমের। কিছুদিন আগে দুই পরিবারের উপস্থিতিতে ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠিত হয় সোনমের স্বাদ অনুষ্ঠান। ফুটবলারের শ্যালক সাহেব ভট্টাচার্যের পোস্ট করা ভিডিয়োতে দম্পতিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন ফ্যানরা। এরপর গত ৩ আগস্ট নিজের ৩৯তম জন্মদিন পালন করেছেন সুনীল। বিভিন্ন মুহূর্তে ছবি কোলাজ করে তৈরি ভিডিয়ো পোস্ট করে সুনীলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন সোনম। ১৩ বছরের সম্পর্কের পর বিয়ে ও সন্তানের আগমনের অপেক্ষায় পরিপূর্ণ দেখাচ্ছিল তাঁদের। তারই মাঝে বিপত্তি।

'ভারতের দুর্বলতা আমাদের জানা আছে', হুঙ্কার পাক কোচের

চেন্নাই, ৮ আগস্টঃ ভারতীয় দলের দুর্বলতা নিয়ে অবগত পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ও আয়োজক দলটির বিরুদ্ধে স্মার্ট হকি খেলার কথা বলছেন পাকিস্তানে হেড কোচ মহম্মদ সাকলিন। চেন্নাইতে চলছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকির মহাযুদ্ধ। ভারত বনাম পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচের জন্য মুখিয়ে হকি প্রেমীরা। বুধবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রাউন্ড-রবিন লিগের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। চিন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত খেলা ম্যাচগুলিতে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নজরকাড়া। সোমবার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কোরিয়াকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। একইদিনে চিনকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে যাওয়ার সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে পাকিস্তান। মাঝে একটি দিনের বিরতি। বুধবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে দুই দেশের হকি জগত। তার আগে ভারতীয় দল সম্পর্কে পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান কোচ মহম্মদ সাকলিন বেশ কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ''হরমনপ্রীত সিং এবং অন্যান্য সেন্টার ফরোয়ার্ডরা বিশ্বের সেরাদের মধ্যে পড়েন। আমরা তাঁদের দুর্বলতা সম্পর্কেও সচেতন। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের স্মার্ট হকি খেলতে হবে।'' সাকলিন তাঁর দলের শেষ চারে যাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলেন, ''অবশেষে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেয়েছি। বেশ কিছু সম্ভাবনা তৈরি করেছি। বিশেষ করে বৈঠকের প্রাথমিক পর্যায়ে। আমরা যদি এভাবে চলতে থাকি তাহলে এই তরুণ দল নিয়ে সেমিফাইনালে উঠতে পারব।'' চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে চাপ সামলাবেন কীভাবে? পাক কোচ বলেন, ''আমাদের একদিন ছুটি রয়েছে। ওরা যেভাবে তাদের শেষ ম্যাচে (বনাম মালয়েশিয়া) খেলেছে তা সবার জন্য সতর্ক সংকেত। আমাদের দল তরুণদের নিয়ে গড়া হলেও তারা চাপ সামলাতে সক্ষম। আমরা যদি কান বন্ধ করে খেলায় মনোযোগ দিতে পারি, তাহলে অবশ্যই ভালো হকি খেলতে পারব। দুটি দলই যদি ভাল হকি খেলে তাহলে সেটি হবে এশিয়ান হকির জন্য একটি বড় পাওনা।

বিশ্বকাপের আগে বিপাকে পাকিস্তান, হঠাৎই দেশ ছাড়লেন সিনিয়র ক্রিকেটার!

করাচি, ৮ আগস্টঃ বিশ্বকাপের আগে রীতিমতো ঘর ভেঙে পড়ছে! এতটাই বেসামাল পরিস্থিতি যে, ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে নামার আগে মনোবল ধরে রাখতে পারবেন কিনা টিমের ক্রিকেটাররা, তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। ক্রিকেট তো বটেই, আম-জীবনই পড়েছে সঙ্কটে। আর্থিক, সামাজিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে দিনকে দিন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছেন অনেকে। কেউ কেউ সেই বিকল্প রাস্তা খুঁজতে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। কোন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এমন? পাকিস্তান ছাড়া আর কোন দেশের হতে পারে? আর মাস দুয়েক পর বাবর আজমের নেতৃত্বে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে নামবে পাকিস্তান টিম। সামনে এশিয়া কাপ। তার আগে এক ক্রিকেটার পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন। কী নাম ওই ক্রিকেটারের? কেনই বা তিনি পাকিস্তান ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন? পাকিস্তান ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেওয়া নতুন খবর নয়। এর আগে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফওয়াদ আলমও দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ৩৭ বছরের ক্রিকেটার

ইতিমধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন। আমেরিকায় খেলতে দেখা যাবে পাক ক্রিকেটারকে। পাকিস্তানের হয়ে ১৯ টেস্ট, ৩৮ ওয়ান ডে, ২৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ফওয়াদ। বাঁ হাতি ব্যাটার ২০০৯ সালে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী টিমের সদস্য ছিলেন। গত বছর জুলাই মাসে পাকিস্তানের হয়ে শেষবার দেখা গিয়েছিল ফওয়াদকে। এর আগে সামি অসলাম, ইমাদ আজম, সেফ বদর, এহ্‌সান আদিল, রমিজ রাজা জুনিয়র, শাদ আলি, মুখ্‌তার আহমেদ, নোমান আনোয়ার, মহম্মদ মহসিনরাও ঘরোয়া ক্রিকেট ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। সেখানেই ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় তাঁদের। অবশ্য শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জেতা টিমের ক্যাপ্টেন উন্মুক্ত চাঁদও ভারত ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। ফওয়াদ আলম আমেরিকার মাইনর লিগ টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন। শিকাগো কিংসম্যানের হয়ে খেলতে দেখা যাবে পাক ক্রিকেটারকে। ফওয়াদ কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে সব মিলিয়ে ১২০টা ম্যাচ খেলেছেন। ২২৫৮ রান রয়েছে তাঁ ঝুলিতে। গড় ৩১, ১৩টা হাফসেঞ্চুরি ও ১১৯ স্ট্রাইক রেট। সর্বোচ্চ ৭০। শুধু তাই নয়, বাঁ হাতি স্পিনার হিসেবে এই ফর্ম্যাটে নিয়েছেন ৪৯ উইকেট।

মেসির এমএলএস না রোনাল্ডোর এসপিএল কোন লিগ শক্তিশালী, কী বলছে গবেষণা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) চেয়ে সৌদি আরবের প্রো লিগ (এসপিএল) ভালো। ৩৮ বছর বয়সি পর্তুগিজ তারকার এই দাবিকে সঠিক মনে করেন অনেকেই। বিশেষ করে করিম বেনজেমা, সাদিও মানে, রবার্তো ফিরমিনো, এনগালো কান্তেসহ ইউরোপীয় ফুটবলের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত তারকা মধ্যপ্রাচ্যের লিগটিতে যোগ দেওয়ায় এর মান অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে বলে বিশ্বাস তাঁদের। তবে বিপরীত মতও আছে। সৌদি প্রো লিগে প্রচুর নামি খেলোয়াড় যোগ দিলেও এটি এখনো এমএলএসের চেয়ে পিছিয়ে আছে বলেই মনে করেন তাঁরা। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় আগে থেকেই লিগটিতে ভালো মানের খেলোয়াড়েরা নিয়মিতভাবে খেলেছেন। এখন লিওনেল মেসি যাওয়ার পর এমএলএসের ব্র্যান্ডিং ও বাণিজ্যিক দিক আরও শক্তিশালী হয়েছে, লিগটিতে তরুণ খেলোয়াড়দের আধিক্যের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেশি। দুই পক্ষের যুক্তিই আমলে নেওয়ার মতো। তবে এমএলএস বনাম এসপিএলের কোনটি বেশি শক্তিশালী, সেটি সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। দরকার দুই লিগের বিভিন্ন বিষয়ের গভীর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, বিশেষ করে মাঠের ফুটবলের। যুক্তরাজ্যভিত্তিক স্পোর্টস অ্যানালিটিকস কোম্পানি অপটা এমনই এক বিশ্লেষণ চালিয়েছে। অপটা অবশ্য আলাদাভাবে এমএলএস ও এসপিএলকে বিশ্লেষণ করেনি। ১৮৩টি দেশের ৪১৩টি ঘরোয়া লিগের ১৩ হাজারের বেশি ক্লাব নিয়ে নিয়মিত 'পাওয়ার র‍্যাঙ্কিং' হালনাগাদ করে থাকে অপটা। এই র‍্যাঙ্কিংটা করা হয় ইএলও রেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন

মহাদেশের, দেশের এবং লিগের ক্লাবগুলোর মধ্যে তুলনা করা যায়। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ফিজির লিগের একটি ক্লাবের সঙ্গে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যানচেস্টার সিটির শক্তি পার্থক্য কতটুকু, সেটা বলে দেয় এই পাওয়ার রেটিং। আর ক্লাবের পাওয়ার রেটিংয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় লিগের র‍্যাঙ্কিং। অপটা অ্যানালিস্টের সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং বলছে, এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর লিগ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। একশো রেটিংয়ের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর গড় ৮৭.১। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ক্লাবের মধ্যে ৪টিই এই লিগের। প্রিমিয়ার লিগে সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে লুটন টাউন-১১৬। এই লুটনই ফ্রান্সের লিগ আঁর ৯টি, ইতালির সিরি আর ৭টি, স্পেনের লা লিগার ৩টি এবং জার্মানির বুন্দেসলিগার ৩টি দলের চেয়ে ওপরে অবস্থান করছে। অনেকের ধারণা, লিগ হিসেবে প্রিমিয়ার লিগের পরের অবস্থানটি লা লিগার। তবে ২০২৩-২৪ মরসুমের লা লিগায় যে দলগুলো আছে, তাদের র‍্যাঙ্কিংয়ের গড়ে লা লিগার অবস্থান তৃতীয়, রেটিং ৮৪.১। লা লিগার চেয়ে বেশি ৮৫.৪ গড় রেটিং নিয়ে দুইয়ে বুন্দেসলিগা। এরপরে ৮৩.৮ গড় রেটিং নিয়ে সিরি এ তৃতীয় এবং ৮১.৯ রেটিং নিয়ে লিগ আঁ পঞ্চম স্থানে আছে। অপটা-এর পাওয়ার র‍্যাঙ্কিং বলছে বিশ্বের সব লিগের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার বা এমএলএস ২৯তম শক্তিশালী লিগ। এই লিগের দলগুলোর গড় রেটিং ৭৩.২। আর সৌদি প্রো লিগ বা এসপিএলের গড় পাওয়ার রেটিং ৭০.০, লিগগুলোর মধ্যে অবস্থান ৩৬তম। অর্থাৎ শক্তি বিবেচনায় সৌদি প্রো লিগের তুলনায় এমএলএস ৭ ধাপ এগিয়ে। কী কারণে এমএলএস সৌদি প্রো লিগের চেয়ে এগিয়ে, সেটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ক্লাবগুলোর শক্তি বিবেচনায়। দুই লিগের শীর্ষ চারটি দলের মধ্যে তিনটিই সৌদি প্রো লিগের (আল ইত্তিহাদ, আল হিলাল ও আল নাসর), এমএলএসের মাত্র একটি (ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন)। আবার দুই লিগের সর্বনিম্ন র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৪ দলের মধ্যে ১৩টিই সৌদি প্রো লিগের, এমএলএসের একটি। ইলো রেটিংয়ের বিশেষ একটি দিক হচ্ছে, মুখোমুখি দলের খেলায় এক দল যে পয়েন্ট পায় অপর দল তা হারিয়ে ফেলে। যে কারণে কম রেটিংয়ের দল ভালো করলে অর্জন বেশি, বেশি রেটিংধারী দলের বিসর্জন বেশি। কোনো লিগে কম রেটিংয়ের বেশি দল থাকার অর্থ অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম। যা বেশি রেটিংধারী দলগুলোর পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রভাব ফেলে। এমএলএস পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর দল ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন, যা বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬৩তম। আর সৌদি প্রো লিগের এক নম্বর দল আল ইত্তিহাদ, বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬৪তম। মেসির ইন্টার মায়ামি এমএলএসে আছে ২২ নম্বরে, আর বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৮৪। রোনাল্ডোর আল নাসর সৌদি আরবে আছে ৩ নম্বরে, বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ২২৯তম।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501